বইখানি পড়ে ইংরাজী 'দীপালীর' প্রধান সম্পাদক 'চন্দ্রশেখর' বলেছেন—"কটু কথা বলতে পারেন এমন লোকের অভাব নেই আমাদের মধ্যে। সত্যকে অপ্রিয় ক'রে তোলবার লিপি দক্ষতাও আছে অনেকের। কিন্তু কটু সত্যকে ব্যঙ্গের ছদ্মবেশ পরিয়ে তাকে সাহিত্যিক মর্য্যাদার সঙ্গে প্রকাশ করবার ক্ষমতা মাত্র অল্প কয়েকজনের মধ্যে দেখেছি। বলতে বাধা নেই "ক্রিব্রাহিমে"র লেখক এই স্বল্প সংখ্যকদের গোষ্ঠিভুক্ত হবার দাবী অনায়াসে করতে পারেন। বর্ত্তমান সুবিধাবাদী যুগে আমরা সকলেই অল্প বিস্তর গ্রন্থোক্ত ক্রিব্রাহিমের সগোত্র। এদিক দিয়ে গ্রন্থকারের অনেক ব্যঙ্গই আমাদের নিজেদের গায়ে এসে বেঁধে। তা সত্বেও বইখানি পড়তে বসে যে রসোপভোগে বাধা জন্মায় না লেখকের লিপি দক্ষতার সেইটাই শ্রেষ্ঠ পরিচয়।"

বিনীত নিবেদন।

মুদ্রাযন্ত্রের যন্ত্রণার দরুণই হোক আর তাড়াহুড়ো করে প্রুফ দেখার দরুণই হোক অনেক বানান ভুল বইখানিতে থেকে গেছে। আশাকরি ধৈর্য্যশীল ও নিরীহ পাঠক সমাজ এটাকে আমাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি বলে মার্জ্জনা করবেন।

বিনীত লেখক

ত্রি
ত্রা
হি
ম

শ্রীনিশিকান্ত বসু

উৎসর্গ

বুনো রামনাথের ন্যায় কুনো সাহিত্যিক, শিক্ষকতাকে সেবা হিসেবে গ্রহণ করে যিনি তিলে তিলে তাঁর অসামান্য প্রতিভাকে টুঁটি টিপে মারছেন, অর্থ যশের প্রলোভনকে হেলায় জয় করে যিনি আজও পল্লীর বিদ্যায়তনে হাসিমুখে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে যাচ্ছেন সেই অগ্রজপ্রতিম শিক্ষক শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র দে সাহিত্যরত্নের শ্রীকরকমলে শ্রদ্ধাভরে অর্পিত হইল।

স্নেহাশীষ-প্রার্থী
শ্রীনিশিকান্ত বসু

হুঁসিয়ার !   হুঁসিয়ার !!

বইখানি লেখা হয় ১৩৪১ বঙ্গাব্দে। সুতরাং মহাযুদ্ধ, মহা দুর্ভিক্ষ, মহা আন্দোলন, মহা অভিযান, মহা হাঙ্গামা, মহা ঘোষণা ইত্যাদির খোঁজ কর্ত্তে গেলে মহা হতাশ হতে হবে কিন্তু! ১৩৪১ সাল বা তৎ-সাময়িক 'সিচুয়েশানই' হ'ল "ক্রিব্রাহিমের" একমাত্র পটভূমিকা।

বিনীত—**গ্রন্থকার**

জেনে রাখা উচিত

আপনার জেনে রাখা উচিৎ যে এ বইয়ের কোন চরিত্রই কাল্পনিক নয়—প্রত্যেকটা বাস্তব। চরিত্রগুলির জুড়িদার খুঁজতে আপনাকে বেশী দূরে যেতে হবে না। আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, পরিচিত ও হবু আত্মীয়দের মধ্য থেকেই এঁদের অনেককেই বের কর্ত্তে পার্বেন। তবে একথা নিঃশঙ্কোচে বলছি যে ব্যক্তিগত ভাবে বা জ্ঞাতসারে কাউকে আক্রমণ করা হয়নি।

স্বীকৃতি

পুস্তকের মধ্যে নিম্নলিখিত কোটেশানগুলি আছে যেগুলি আমার নিজের রচিত নয় উদ্ধৃতি মাত্র :—

১। "রাম নামসে ধনুক বনাত্তরে.... .... মনোয়া"

(রেকর্ড সঙ্গীত)

২। "যদি শিখতে পার্ত্তাম .... শুভঙ্করীর ভার

(যাত্রা সঙ্গীত—নট্ট কোম্পানী)

৩। "আজি এ প্রভাতে .. .... পশিল

(রবীন্দ্রনাথ—নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ)

৪। "গিন্নির চেয়ে .. .... মামা

(রেকর্ড সঙ্গীত)

৫। "আমি দেখে নেবো ... ... থেকে খতম"

(গিরিশচন্দ্র—বিল্বমঙ্গল)

৬। "এসেছে ব্রজের বাঁকা .... ঢং ফিরেছে"

(প্রচলিত কীর্ত্তন)

৭। "আজ হোলি ... ... নিধুবনে

(প্রচলিত ভজন)

৮। "বাবু তোমরা .... রসিক চারজনা""

(রেকর্ড সঙ্গীত)

৯। "নবদ্বীপের .... ধরেছে দুই ঠ্যাং"

(মাত্র এই লাইনটাই উদ্ধৃতি তারপর'মুখে মৃদু মৃদু' হইতে 'ঠ্যাং দাও' পর্য্যন্ত সম্পূর্ণটাই স্বরচিত)

১০। "আপনারে লয়ে ... ... পরের তরে"

(কামিনী রায়—সুখ)

১১। "ধনবানে কেনে .... অপরেতে চড়ে"
(অমৃতলাল বসু—চোরের উপর বাটপাড়ি)

১২। "ফিরে চল .... আজ আনন্দরে"
(চণ্ডীদাস বাণীচিত্র হইতে)

১৩। "ও ভাই কুম্ভকর্ণ .... বেঁধে লাগোরে"
(রেকর্ড সঙ্গীত)

১৪। "ও বৃন্দে দূতি লো .... চারজো কইরাছে"
(প্রচলিত সঙ্গীত)

১৫। "উঠিতে কিশোরী .... গলার হার"
(জ্ঞানদাস—কীর্ত্তন)

১৬। "ও কেন .... নাহি বলে"
(রেকর্ড সঙ্গীত)

১৭। "বঁধু চরণ ধরে .... চোখের টানে"
(রেকর্ড সঙ্গীত)

১৮। "ঊর্দ্ধে রাখিয়া .... হবে জয়"

১৯। "আনায় মাঝাবে .... কিরাত তারে"
(মাইকেল—মেঘনাদ বধ কাব্য)

২০। "উদ্যম বিহনে .... পূরে মনোরথ"
(ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—উদ্যম)

তা ছাড়া প্রত্যেক গান, কবিতা আমার নিজেরই রচিত। অন্য কোটেশানগুলিও যথারীতি লেখকের নাম উল্লেখ করে উদ্ধৃতি স্বীকার করা হয়েছে কাজেই যে কোটেশান উপরি উক্ত স্বীকৃতিতে স্থান পায়নি বা যার লেখকের নাম উল্লেখ করা নেই সেগুলোকে আমার নিজের রচনা বলেই জানবেন।

উপক্রমণিকা

বেকার অবস্থার তৃতীয় স্তর—১৩৪১ বঙ্গাব্দ। বিশ্ববিদ্যালয়ের গেজেটে ছাপাব অক্ষরে নিজের নামটী দেখার পর থেকে তিন বছরে তিনবার বেকার ও দুবার চাকুরে হয়েছি—অবশ্য কোলকাতার রাস্তায় "লিবার্টি", "বঙ্গবাণী", "বসুমতী" দু'দফা বিক্রী, চিলড্রেন ওয়েলফেয়ার কটেজের হয়ে কমিশন বেসিসে ট্রামে বাসে পয়সা আদায় করা বা ই, আই, আর লাইনে ট্রেনে ট্রেনে দাঁতের মাজন বা ইরাণী লবণ বিক্রী এগুলো বাদ দিয়ে—কারণ এগুলো ত স্বাধীন ব্যাবসায়—কি বলেন? মাতুল মহাশয় ছিলেন বর্দ্ধমান কাটোয়া লাইনের নিগোনের ষ্টেশন মাষ্টার—জ্ঞান হবাব, অর্থাৎ লায়েক হবাব পর থেকে তাঁর সঙ্গে এই দ্বিতীয় সাক্ষাৎ। আমিও জানতাম না তিনি কোথায় কি করেন আর তিনিও জানতেন না আমি কোথায় কি করি, তবুও পাকে চক্রে তাঁরই কোয়ার্টারে গিয়ে কিছু দিনের জন্যে আস্তানা গাড়তে হ'ল।

কথায় আছে অলস মস্তিষ্ক একটী শয়তানের কারখানা বিশেষ। অন্য চিন্তা ছিলনা তাই মাতুল মহাশয়ের নির্দ্দেশে এবং জ্ঞাতসারে যেমন ষ্টেশনের মেশিনে "টরে টক্কা" প্রাক্‌টিস কর্ত্তাম অন্য দিকে আবার তাঁর অজ্ঞাতসারে এবং অনুপস্থিতিতে রেলের খাতার পাতায় কবিতার পর কবিতা লিখে চলতাম। অবশেষে তিনি একদিন এই ডেভিল্‌স্ ব্রেণের পরিচয় পেয়ে—বলুন ত পরিচয় পেয়ে তিনি কি করলেন? আপনাদের ধারণা ভুল, একদম রুষ্ট হননি—অবশ্য আনন্দে গদগদ হ'য়ে পিঠও চাপড়াননি বা কোন আনন্দও প্রকাশ করেননি। একদিন তাঁরই পরামর্শে কৈচর ষ্টেশনে নেমে ঐ রেলেরই একটী খাতা বগলে

পুরে নিয়ে উঠলাম কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের স্কুলে। কবি আমার সমস্ত কবিতাগুলিই পড়ে দেখলেন, দু এক জায়গায় তারিফ কর্লেন, দু এক জায়গায় অসঙ্গতি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন তা ছাড়া কবিতা নিয়ে একটু আলোচনাও করলেন। শীগগিরই আর একবার দেখা করবো বলে তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে সেদিনের মত চলে এলাম। আর কিন্তু সেই জ্ঞানবৃদ্ধ অথচ মৃদুনি কুসুমাদপি মহাকবির সঙ্গে দেখা করার সৌভাগ্য ঘটেনি। কী মুস্কিল! ধান ভানতে শিবের গীত আরম্ভ করে নিপাতনে নিজেরই পাবলিসিটি করছি ত? একবার কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিম সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতি রসরাজ অমৃতলাল বসু মহাশয—কবিতা পড়া হয়ে গেলে আমার পিঠ চাপড়ে কবিতাটীর তারিফ করেছিলেন সে ঘোষণাটাই বা বাদ পড়ে কেন? লিখতে বসলাম "ক্রিব্রাহিমে"র উপক্রমণিকা তার মাঝে এসে পড়ল খবর কাগজ, দাঁতের মাজন, মামা, টরেটক্কা, কুমুদরঞ্জন, অমৃতলাল, এই সমস্ত!

এত ভজরং ভজরং করার মূলকথা হ'চ্ছে যে উক্ত মহাকবির অনুপ্রেরণায় এবং আশীর্ব্বাদে আমি বাঙ্গ কবিতা এবং প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করলাম এবং মাতুলালয় (ও কোয়ার্টার মানেও আলয় ধরে নিননা) ত্যাগের আগে একখানি বই শেষ করলাম—নাম দিলাম "ইব্রাহিম"—সেই "ইব্রাহিমের"ই পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত রূপ হ'ল এই "ক্রিব্রাহিম্"।

সুদীর্ঘ তেরো বছর ধরে পাণ্ডুলিপিখানি বহুস্থানে ঘুরেছে—সমাদর অনাদর দুইই লাভ করেছে অনেক সময় মনে হ'যেছে খাতাখানি আর পাওয়া গেল না—পাওয়া কিন্তু গেছে অনেক সময় অতর্কিতে। আর্থিক অসচ্ছলতার জন্যে বই ছাপানোর কথা মনের কোণেও কোনদিন ঠাঁই পায়নি। কিন্তু "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।"

আজ আর্থিক সচ্ছলতা না থাকলেও অর্থবান হিতৈষীর অভাব নেই, তাই একবার সেই "ইব্রাহিম"কেই কাটছাট করে ও কিছুটা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে "ক্রিব্রাহিমে" পরিবর্ত্তিত বা রূপান্তরিত করা হ'ল। অত্রাবস্থায় লেখা একটী কবিতার প্রথম দুটী লাইন ক'দিন ধরে মনের কোণে প্রায়ই উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে:—

পঙ্গুও চাহে লঙ্ঘিতে গিরি সম্বল করি দণ্ড
মজ্জমানও বাঁচিবারে চায় আঁকড়ি কাষ্ঠ খণ্ড।"

এই দেখুন, আবার সেই আত্ম প্রচারনা অর্থাৎ নিজের গুণ নিজেই গাইতে আরম্ভ করেছি! কি করি বলুন, কথায়ইত আছে যে "স্বভাব যায় না মলে।"

নৈহাটী
শনিবার, ১৯শে চৈত্র,
সন ১৩৫৩ সাল।

অলমতিবিস্তারেণ।

পূর্ব্বরাগ

আমার নাম (ধরুন) গোলাম উইলসন চক্রবর্ত্তী। আমি একজন ধর্ম্ম প্রচারক। ধর্ম্মটী আমার অবশ্য নিজেরই আবিষ্কৃত। আমার বাপ ছিলেন একজন ক্রিশ্চিয়ান, নেটিভ হ'লও তাঁর নাম ছিল মিঃ ডনকানসন। মা কিন্তু ছিলেন বাঙ্গালী হিন্দু। ছেলেবেলায় মানুষ করে একজন মুসলমান আয়া, আর পড়ি একটা ব্রাহ্মস্কুলে। এখন কিন্তু জগতে আমি সম্পূর্ণ একা। ছেলে মেয়ে আত্মীয় বন্ধু বলতে আমার স্ত্রীটিই একাধারে সব। আমার আবিষ্কৃত ধর্ম্মটীর নাম "ক্রিব্রাহিম"—আর আমার এ আবিষ্কারকে জগতের নবমাশ্চর্য্যও বলা যেতে পারে চোখ বুজে। কেননা কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন দলবল নিয়ে, কিন্তু এটা মাত্র আমারই আবিষ্কৃত। পুরস্কার, সার্টিফিকেট; মেডেল ইত্যাদি সমস্তই আমার একলার প্রাপ্য ; কিন্তু তিরস্কারের সময় মনে রাখবেন যে আমি একা নই। আমার আরও চারিজন শিষ্য আছেন, আর তাঁদের সবারই অভিমত হ'ল "মিলিমিশি করি কাজ হারি জিতি নাই লাজ।"

থাক্ সে সব কথা। এখন আমার 'ক্রিব্রাহিম' ধর্ম্মের ব্যাখ্যাটা মনোযোগে শুনুন। কথাটার অর্থ হ'চ্ছে—"ক্রি-ব্রা-হি-ম"—"ক্রি" কিনা ক্রিশ্চিয়ান, "ব্রা" কিনা ব্রাহ্ম—"হি" মানে হিন্দু, আর "ম" অর্থে মোসলমান। তার মানে আমি কোন প্রচলিত নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম মানিনে,

অথচ সব কটা ধর্ম্মই কিছু কিছু মানি। রবিবারে ক্রিশ্চিয়ানদের গির্জ্জায় যেতে হয়, আমি তখন আর ক্রিশ্চিয়ান নই। বিষ্যুৎবারের বারবেলায় ব্রাহ্মদের উপাসনালয়ে গিয়ে চোখ বুজে ধ্যান করতে হয়, আমি তখন ব্রাহ্ম নই; নমাজ পড়া আর রোজা থাকবার বেলায় আমি কিন্তু মোসলমান নই, আর 'উপোস', 'রাতজাগা', 'মাথা মুড়োনো' ইত্যাদির বেলায় আমি হিন্দুও নই। তাই বলে মনে করবেন না যে আমি একজন নাস্তিক। আমি হোলাম ঘোরতর আস্তিক। আমাকে নাস্তিক বললে আদালতে ডিফ্যামেশান কেশ আনবো, সেখানে আপিল ক'রব, হাইকোর্টে মোশান করব। আর তাতে ফল না হলে ক্রিশ্চিয়ান হ'য়ে "যুক্ত করে অশ্রুসিক্ত নয়নে ভগবচ্চরণে আবেদন জানাবো"—অথবা অলটারনেটিভ "মাইট ইজ রাইট", ব্রাহ্ম হ'য়ে "চোখের জলে বুক ভাসিয়ে অনুতাপ ক'রে পরম ব্রহ্মকে অনুরোধ করবো আপনাকে সুমতি দেওয়ার জন্য। হিন্দু হ'য়ে "তেত্রিশকোটির মধ্যে আপনার মুণ্ড নিপাতের জন্য নগদ স'পাঁচ আনার দক্ষিণে আর সাড়ে বারো পয়সার কাপড় গামছা দিয়ে (অবশ্য পুরুতকে মূল্য ধ'রে দিয়ে) শান্তি স্বস্ত্যয়ন করব"—ও মোসলমান হ'য়ে আপনার বিরুদ্ধে আমার সমস্ত জাত ভাইদের ক্ষেপিয়ে তুলে "ইসলামের পূর্ব্ব গৌরব রক্ষার্থে বদ্ধপরিকর হ'য়ে আপনার বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান করব।" দেখি আপনাকে কে ঠেকায়। তাই বলি, সাধু সাবধান!

তাছাড়া আমাকে অপবাদী করবেনই বা কি করে? আমার মহৎ উদ্দেশ্য যদি বুঝতে পারতেন তবে এতদিনে ভারত স্বাধীন হ'য়ে যেত। এই যে আজ জিন্নার চৌদ্দ দফা, আগা খাঁর সাড়ে আড়াই দফা, ভাই পরমানন্দের 'ভদ্রলোকের এককথা'র মত নো কন্সিডারেশন, মিঃ রামজীর (রামজে ম্যাক্‌ডোনাল্‌ড্‌) জন্ত্ত বিশেষের

পিঠে ভাগের মত গোল টেবিলের নিমন্ত্রিতদের পিঠে গোল করে কম্যুন্যাল এ্যাওয়ার্ড এঁটে দেওয়া—সমস্তই এই জাতিভেদের জন্যই ত? আর সব জাতির দাবীর একটা মিটমাট করবার জন্যে প্রায় শ'দেড়েক মিলন বৈঠকে ডন বৈঠক দেওয়াই সার হ'ল। খালি এই গরীব লোকের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জ্জন করা টাকার শ্রাদ্ধ ছাড়া কাজের মত কাজ কিছু হয়েছি কি? হবে কি ক'রে? হ'তে যে কোন মতেই পারে ন? কথায় বলে "নানা মুনির নানা মত, আর যত মত তত পথ।" তাই আমি আজ বজ্রনির্ঘোষে সাবধান বাণী উচ্চারণ করছি যদি দেশের মঙ্গল চান, পারিবারিক মঙ্গল কামনা করেন তবে অনতি-বিলম্বে একযোগে স্ব স্ব ধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে আমার এই "ক্রিব্রাহিম" ধর্ম্মে দীক্ষিত হউন।

এই দেখুন ত মশাই, "উচিত কথা বলতে গেলে বন্ধু বেজার হয।" যেই ধর্ম্মের কথা তুলেছি, অমনি সব ভ্রূ কুঁচকে উঠলেন। দু'একজন ত এরি মধ্যে কাগজে পেন্সিল দিয়ে জুতো আঁকতে লেগে গেছেন। তা আঁকবেন না হয় আঁকুন, কিন্তু ছবির তলায় ও সব আবার কেন লিখছেন বলুন তো?

"ক্রিব্রাহিম ধর্ম্মের ব্যাখ্যা শুনিয়া অতিরিক্ত আনন্দিত হইলাম। যে অমূল্য (অর্থাৎ যার দাম লাগে না) উপদেশ আপনি দিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তজ্জন্য ধন্যবাদের সহিত এতৎসহ জুতা আঁকিয়া পাঠাইলাম। দয়া করিয়া আপনার পৃষ্ঠদেশে ছোঁয়াইলে অতিরিক্ত বাধিত হইব। বিশেষ দ্রষ্টব্য।—ছোঁয়াইবার সময় জামা এবং গেঞ্জি খুলিয়া রাখিবেন, কারণ খালি পিঠে ছোঁয়ানই একান্ত বাঞ্ছনীয়"

দেখুন দেখি, একি অন্যায় অত্যাচার আপনাদের। আরে মশাই,

শুনেই নিন না ব্যাপারখানা কি? গীতায় নাকি শ্রীভগবান শ্রীমুখেই শ্রীবাণী উচ্চারণ করেছেন :—

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারতঃ
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতম্
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

কিনা—যখনই ভারতবর্ষে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হবে, অধর্ম্মের উত্থান হবে—যুগে যুগে তখনই তিমি দুস্কৃতের বিনাশ, সাধুদের পরিত্রাণ এবং প্রকৃত ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হবেন।" অত্যন্ত অসুবিধা হলে অর্থাৎ আণ্ডার আন্‌এ্যাভয়েডেব্‌ল্ সারকাম্‌ষ্ট্যান্সেস্ ডেপুটী পাঠিয়েও কাজ সারতে পারেন। প্রমাণেরও অভাব নেই। মক্কায় হজরৎ মোহাম্মদ মোস্তাফা, সাল্লে উল্লাহে ওয়ালেহী অয়াসাল্লাম, জেরুসালেমে যীশুখ্রীষ্ট, কপিলাবস্তুতে সিদ্ধার্থ, নবদ্বীপে প্রেমের গোরা, হুগলীতে রাজা রামমোহন রায়, বৃন্দাবনে দাদা লেখরাজ, উত্তর বঙ্গে সৎসঙ্গী ঠাকুর ইত্যাদি কত নাম করব? আর আজও সমস্ত জাতিকে একত্রিত করবার জন্য অর্থাৎ শতধা বিভক্ত বাঙ্গালী জাতি তথা ভারতবাসীকে এক রজ্জুতে বেঁধে একই মঞ্চে এনে দাঁড় করাতে হবে এবং একই ধর্ম্মসূত্রে গ্রথিত করতে হবে। আর যেহেতু আমার "ক্রিব্রাহিম" ধর্ম্মে নাইনটি নাইন এ্যাণ্ড হাফ পার্সেণ্ট কিনা শতকরা সাড়ে নিরানব্বই ভাগ সাম্যবাদ অর্থাৎ সুবিধাবাদ বর্ত্তমান, তখন আপনাদের এটা গ্রহণ করতে কোনই বাধা নেই।

আহা, আপনারা ঘাবড়াচ্ছেন কেন? প্রথম প্রথম যখন সবাই 'ইসলাম' ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, কি বিশ্বাসে করেছিলেন? কালে কালে সেই ধর্ম্মই ত এখন জগতের একটা প্রধান ধর্ম্ম হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। সব ধর্ম্মের

বেলায়ই ঐ রকম। ব্রাহ্ম, খ্রীষ্ট, জৈন, সব ধর্ম্মেরই প্রথম সূচনা দেখে কে বলেছিল যে তারা একদিন লোক সমাজে এতটা আদর পাবে? তাই বলি আপনারাও দলে দলে আমার এই "ক্রিব্রাহিম" ধর্ম্মে "স্বাগতম্"।

মাভৈঃ! ব্রাহ্মদের, খৃষ্টানদের এবং মোসলমানদের প্রথম প্রথম সনাতনীদের কাছে, ইহুদিদের কাছে ও কোরেশদের কাছে কতই না নির্য্যাতন সহ্য করতে হ'য়েছে। কিন্তু তা সহ্য ক'রে তারা তখনো টিকে ছিলেন বলে আজও টিকে আছেন। তখন যদি তাঁরা রণে ভঙ্গ দিয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতেন, তাহ'লে আজ তাঁদের অস্তিত্বও খুঁজে পাওয়া যেত কি? কথায় বলে "যে সহে সে বহে।" কিন্তু আপনাদের সে ভয় নেই। কেন না এটা মগের মুল্লুক নয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য। গায়ে হাত দিতে কেউ সাহস পাবে না—বড জোর পকেটে হাত দেবে—আর কাগজের কলম ভর্ত্তি করবে। "ক্রিব্রাহিম" ধর্ম্মটা ঠুনকো জিনিষ নয়, এটা "গবর্ণমেণ্ট রেজিষ্টার্ড"। যেখান থেকেই টেলিগ্রাম করুন না কেন শুধু "ক্রিব্রাহিম" লিখলেই আমার কাছে চলে আসবে।

যিনি সর্ব্ব প্রথম এই ধর্ম্ম গ্রহণ করেছিলেন, অর্থাৎ আমার প্রথম শিষ্যটি পেয়েছিলেন ফ্রি ইউনিফর্ম্ম, ফ্রি ফুডিং ও লজিং। এবার নূতন ক'রে আপনাদের মধ্যে থেকে যিনি "ক্রিব্রাহিম" ধর্ম্মে দীক্ষিত হবেন তিনি পাবেন বিনা মূল্যে একটী এড্ওয়ার্ডস্ টনিক কিম্বা একটা জন-একসা, সঙ্গে একটী নীল পেন্সিল উপহার দেওয়া হবে। বিস্তৃত বিবরণ ও নিয়মাবলীর জন্যে (ছাপানোই আছে) দু আনার ডাক টিকেট পাঠিয়ে আজই আবেদন করুন—কারণ বিলম্বে আপনি যদিও আমার হাতছাড়া হবেন না, উপহারগুলো আপনার হাতছাড়া হ'তে পারে। কোন্ ভাষার প্রস্পেকটাস চাই সেটাও উল্লেখ করতে ভুলবেন না।

নাঃ! আপনাদের ন্যায় অর্ব্বাচীনের কাছে বকাবকি করা নিছক পণ্ডশ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। দু একজন পাঠক পাঠিকা ত এরি মধ্যে বলতে আরম্ভ করেছেন যে আমি নাকি সেই কথামালার ল্যাজ কাটা শেয়ালের মত, সবাইকে নিজের দলে টানতে চেষ্টা করছি। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। যার জন্যে চুরি করি উল্টিয়া সেই বলে কিনা চোর। আমার এই নিঃস্বার্থ দেশসেবা, ধর্ম্মের জন্যে আত্মবলিদান, মুমূর্ষু জাতিকে বাঁচাবার তরে অত্যদ্ভুৎ স্বার্থত্যাগ, কায়মনোপ্রাণে জাতির মঙ্গলাকাঙ্খাকে আপনারা সব পরিহাস করতে লেগে গেছেন! দুর্ভাগ্য এই দেশের যে দেশে আমার মত একজন বিরাট ব্যক্তিকে চিনলো না।

কিন্তু দেশ আমাকে চিনলো না বলে আমিই বা চুপ করে থাকবো কেন? দেশের লোকের প্রতি আমারও ত একটা দায়িত্ব আছে। আচ্ছা আপনারা একবার বিবেচনা করে দেখুন ত! ধরুন বেলা দশটা কি এগারোটার সময় আমি গিয়ে আপনার বাড়ীতে অতিথি হ'য়ে উঠলাম। আপনি কিন্তু বললেন যে আমার সেখানে জায়গা হবে না এবং সঙ্গে সঙ্গে সোজা পথটাও দেখিয়ে দিতে ভুলবেন না। কিন্তু আমার কি উচিত তখনই অভদ্রের মত চলে আসা? কিছুতেই নয়। আপনি হয়ত আমাকে তাড়িয়ে দেওয়াই বাঞ্ছনীয় মনে করলেন, কিন্তু আপনি একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক, আপনার উপর আমারও ত একটা কর্ত্তব্য আছে? আপনি বললেনই বা "চলে যাও" কিন্তু আমি কেন তখুনি চলে এসে আর পাঁচজন প্রতিবেশীর কাছে আপনাকে অপদস্থ কর্ব্ব? যেহেতু আপনি একজন ভদ্রলোক এবং আমিও নেহাত ছোটলোক নই। তখন ভদ্রলোকের উপর ভদ্রলোকের যে একটা কর্ত্তব্য আছে তা বিস্মৃত হলেত চলবে না। ধর্ম্ম প্রচারক হিসেবে আমার সব সময়েই মনে রাখতে হবে যে "মেরেছো কলসীর কাণা, তাই বলে কি প্রেম দেবোনা?"

যাক, আপনার শুনে সুখী হবেন (কেউ কেউ দুঃখিতও হতে পারেন, কোন আপত্তি নেই) যে আমি গণ্ডাখানেক শিষ্য এর মধ্যে করে ফেলেচি। একজন পূর্ব্বে হিন্দু সন্ন্যাসী ছিলেন তখন তাঁর নাম ছিল স্বামী চৌর্য্যানন্দ। দ্বিতীয় জন সুবক্তা সুলেখক ধনী—পূর্ব্বনাম রায় সাহেব বাঞ্ছারাম বটব্যাল তৃতীয় এবং চতুর্থটীর পরিচয় আগে থাকতেই দিতে একটু আপত্তি আছে তবে সময় হ'লে ঠিক জানতে পারবেন। প্রথমটীর বর্ত্তমান নাম গিলবার্ট আলি কাঞ্জিলাল, দ্বিতীয়টীর বর্তমান নাম ডিফেন্সউদ্দীন গড়গড়ি। তৃতীয়টীর বর্ত্তমান নাম জনমহম্মদ খাস্তগীর এবং চতুর্থটীর নাম পিটারউদ্দৌলা টাকী।

চৌর্য্যানন্দকে, থুড়ি স্বামীজীকে কিভাবে বাগে আনি প্রথমে সেইটে অর্থাৎ আমার প্রথম অভিযানটির কথা শুনুন। আমি হলপ করে বলতে পারি, বুঝলেন, আমার মনে কু অভিপ্রায় একটুও ছিল না।

পশ্চিম রাগ

অর্থাৎ আমার প্রথম অভিযান

সেদিন বোধ হয় রবিবারই হবে ঠিক মনে পড়ছে না, একমনে মৌলবী খোন্দকার গোলাম আহমদের "আজমীর ভ্রমণ"খানি পড়ছিলাম, আর ভাবছিলাম কেমন করে খাজা সাহেব প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাট পৃথ্বিরাজের রাজধানী খোদ আজমীর নগরীতে ইসলাম ধর্ম্ম প্রচার করেছিলেন। হঠাৎ ধ্যান ভেঙ্গে গেল একটা খ্যারখেরে আওয়াজ শুনে :—

"রাম নামসে ধনুক বনাওরে কৃষণ নামসে বাঁশী
আর রাধার নামসে অসি বনাওরে কাটোরে
মায়ার ফাঁসিরে মনোয়া———"

ক্ষণকাল পরে এক দীর্ঘ শ্মশ্রুবিমণ্ডিত আজানুলম্বিত আলখাল্লা পরিহিত, শিরোপরি জটাপাগড়িধারী ঝুলি স্কন্ধে জনৈক অবতারের প্রবেশ এবং আমার বিনা অনুমতিতেই একখানা চেয়ার দখল পূর্ব্বক স্বস্তিবাণী, "জিতারহো বাচ্চু।"

বিনা অনুমতিতে প্রবেশ একেই ত ঘোরতর অপরাধ, তাতে আবার বলা কওয়া নেই চেয়ার দখল, এ আমি কিছুতেই বরদাস্ত কত্তে পারছিলাম না। তাই বলে ফেললাম, "আপনি কোন হ্যায় ?"

উত্তর এলো, "ইয়ে বাত হম কভি কহ্ নেই সেক্তা। হম কি ধারসে আয়া, কিস্পর রহেঙ্গে ঔর কি ধার ভি যায়েগা এই তিনো বাত চিন্তা করতে করতে তো কেত্না আদমী জনম শেষ কর দিয়া— আগর কুছ পাত্তা মিলি বলিয়ে ত ? লেকিন ইযে বাৎ ঠিক হ্যায় কি সমুচা সেই পরমাত্মা কি সৃষ্টি হ্যায়, রহেগা এহি আসমানকা নীচুমে

ের মরনেকা বাদ যায়েগা' স্বরগ ইয়া নরকমে করমফল মিল্কো যেইসি হো'গ।"

বুঝতেই পারলাম সাধু বাবাজীর কিছু মৎলব আছে, অর্থাৎ সে আমার মূল্যবান সময়ের কিছুটা নষ্ট কর্ত্তে চায়। মনে মনে বিরক্ত হ'লেও মুখে সেটা প্রকাশ কর্ত্তে পারলাম না। আর যেহেতু আমি একটি নূতন ধর্ম্মের আবিষ্কারক, স্বর্গ নরকের অস্তিত্ব যেখানে কল্পনা বিলাস, পাপ পুণ্য যেখানে একটা মনের বিকার ছাড়া আর কিছুই নয়, যার মূল মন্ত্রই হচ্ছে 'হেসে নাও দুদিন বইতো নয়,' সেখানে ব্যাটা কিনা পাপ, পুণ্য, স্বর্গ, নরক, পরমাত্মা এই সব নিয়ে তর্ক করতে আসে! আমিও হঠবার পাত্র নই। কোমর বেঁধে লেগে গেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা, আপনার পরমাত্মাটিকে কোথাও দেখ্যা হ্যায়? ত'র চেহারাখানি কেইসা হ্যায় দেখতে?"

সাধু বাবাজী অমনি বাজখাই সুরে আরম্ভ করলেন,

"আরে রাধা প্যারী,
গোপী মোনোহারী,
মুচকুন্দ, মুরারী নন্দ লালা।
আরে 'ছত্রাপতিরাবনারি,
শিরে জটাজুটো ধারী,
লছমন সনে বনবিহারী,
ধনুকধারী গলে বনফুল মালা॥"

সে গান শুনলে আপনারা এনকোর না দিয়ে থাকতে পারতেন না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কি করে তোমার সেই নন্দ লালার—"

আর বলতে হ'ল না চিমটাটী উর্দ্ধে উত্থিত করে তিনি ত একেবারে দুর্ব্বাসা দি সেকেণ্ড। বলে উঠলেন—"কেয়া কহা?"

সঙ্গে সঙ্গে জিভ্ কেটে আমিও বললাম, "আরে রাম কহ রাম কহ, প্লিপ অফ্ টাঙ্ হ্যায়। কিছু মোনমে মাৎ কিজিয়ে, এই কিনা—কি করে তোমারা সেই নন্দলালার সাক্ষাৎ মিলেগা ?"

উত্তর। মায়া ছোড়না পড়েগা পহেলে সমঝা বাচ্চ্, এই সংসার ছোড়না হোগা পহেলে।

আমি। সংসার ছেড়ে কাঁহা যায়েগা ? সংসারের ওপারমে কিয়া হ্যায়, ও ত হাম জানতা নেহি।

উত্তর। সংসার কিয়া নেই জানতা ? সংসার মতলব এই তুমলোক যিস্কো বোলতা ফিনাইলী (family) দারা, পুত্র্ এহি সব। (সুর করিয়া) দারা পুত্র্ পরিবার তুম কিস্কো কোন তুমহার।"

আমি। তারপর ?

উত্তর। উস্কো বাদ প্রেম বিলানে হোগা। (সুরে) "বিনা প্রেমসে না মিলি নন্দলালা।" সব আদমীয়োঁকো প্রেম বিলাতে বিলাতে যিস্ বখত তুমহারা পর্মায়ূ খতম হোকে আবেগা, উসি ওয়াখত্ ভেট হোগা ঐ পরমাত্মাকা সাথ।

ইতিমধ্যে বেয়ারা এক কাপ চা দিয়ে গেল। ভদ্রতার খাতিরে একবার বলে ফেললাম "স্বামীজী, চা খায়েগা ?

উত্তর। কাহে নেহি বাচ্চ্। হামরা হিন্দুস্থানকা চিজ হায় চা। চা নেহি পিনেসে চা বাগান কেইসে চলেগা ? নেই চলনেসে এত্না সব মজদুর লোগ কাঁহা যায়েগা ? দেশমে লুঠতরাজ সুরু হো জায়েগা। পাপমে মুল্লুক উলট জায়েগা।

বুঝলাম লজিকে সাধুবাবার অসাধারণ জ্ঞান। বিনা পয়সায় পাওয়া এককাপ চা তিনি না খেলে সংসারটা একেবারে উলট চলা যায়গা! যাই হোক বেয়ারাকে বললাম আর এক কাপ চা এনে দিতে। চা

খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাথে মহাসমারোহে তর্কও চলতে লাগলো। সাধুজী বললেন, "দেখো বাচ্চু, খানা পিনামে হামরা কুচ্ বাচ বিচার নেহি। পহেলে আপনা দেহকো দেখনে পড়েগা, উসিকো বাদ হ্যায় ধরম। মনুসংহিতা মে কিয়া লিখা, না "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্" মানে কিয়া জানতা? না শোরীরেব নম অাছেন মোহাছয়, যোন সোহাবেন সোহি সয।" বুঝলাম সাধুজীর সংস্কৃত জ্ঞান 'নরঃ নরৌ নরা'র ওপিঠে নয়। জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা বলুনঃ পাপ পুণ্য কিসকো বোলতা হ্যায়। সাধুজীও হেসে বার করেক কেসে আরম্ভ করলেন বৈতালিক গজলে "ধরমকা জিম্মে হানি হোতা পাপ উসিকা বোলতা হ্যায। আরে পুন্ করম করনা ভেইয়া দুনিয়া উসিমে চলতা হ্যায়।"

"যখন সঘন গগন গরজে" বেবে ডি, এল. রায়ের সুরের জলদ গম্ভীরটি আরো কিছুক্ষণ বেশ চলতো, কিন্তু রস ভঙ্গ করল বেহারী বেটা—মানে আমার বেয়ারাটা এসে। সে এসে জানালে যে কে নাকি আমায় টেলিফোনে ডাকছে। আমিও তাই বেহারীকে সাধুজীর কাছে বসতে বলে টেলিফোন ধরতে চললাম।

*　　*　　*　　*

রিসিভারটী কাণে দিয়ে বল্লাম, "হ্যালো, হ্যালো হ্যাঁ, আমিই গুড্নমাদা। এ্যাঁ, গুড্নমাদা মানে বুঝতে পাল্লেন না! এই আমার ধর্ম্মটা ত জানেন "ক্রিব্রাহিম "তাই গুডনমাদা—কিনা ক্রিশ্চিয়ানদের গুড মর্ণিংয়ের গুড, হিন্দুদের ও ব্রাহ্মদের নমস্কারের নম আর মোসলমানদের আদাবের আদা। কি বলেন, ঠিক হয়নি? হাঃ হাঃ! হ্যাঁ, দেখুন রিজেক্ট্ কর্ব্বার কি ছিলো? কবিতাটির মধ্যে আপত্তির ত আমি কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না। আজ্ঞে কেনো মশাই বাজে বকছেন,

এই ত সে কবিতাটী এখনও আমার খাতায় লেখা আছে। আচ্ছা, মেশানত? হ্যাঁ, শুনুন পড়ি।

"শুনগো ভগ্নি ভাই।
সবার উপরে আমার ধর্ম্ম তাহার উপরে নাই।
আমার ক্রিব্রাহিম,
নহেকো ঘোড়ার ডিম্,
আমার ধর্ম্ম তাহার মর্ম্ম বুঝাতে সবারে চাই।
সেদিন আসিবে কবে,
যেদিন আমার ধর্ম্মের জয় গাহিবে তোমরা সবে,
প্রভাবে যাহার ভক্তের প্রাণ করিবে গো আই ঢাই।'

কি বল্লেন! ও হ্যাঁ তাই বলুন? সেত নিশ্চয়ই?

অর্থপূর্ণ যুক্তি ভিন্ন অন্য কোন যুক্তিতো টেঁকসই হয় না। অর্থহীন যুক্তি কি একটা যুক্তি নাকি?

সার্টেন্‌লি সার্টেন্‌লি। প'চশ? নানা—একটু কম করুন। আমি? পনেরো? হবে না? কুড়ি? ফাষ্ট পেজে দেবেন ত? আচ্ছা এখুনি বেয়ারা দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি টাকা। এই সপ্তাহেই যেন বেরোয় বুঝলেন? আচ্ছা গুডনমাদা।

কথা হচ্ছিল সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকা "মার্ত্তণ্ডের" সহকারী সম্পাদকের সঙ্গে।

ড্রয়িংরুমে ঢুকেই দেখি বেহারাটার সঙ্গে সাধুবাবার রীতিমত ডুয়েল ফাইট চলছে বেহারা সাধুজীর গলা জাপ্টে ধ'রে খালি "শালা চোর কাঁহাকা, মানুষ নেই চিনতা চুরি কর্ব্বার আর জায়গা নেই পায়া," বলে পঞ্চম হতে একেবারে সপ্তমে চাৎকার জুড়ে দিয়েছে, আর তিনি বেহারার তলপেটে লাথি, নাকে মুখে ঘুষী এমনকি বগলে কাতুকাতু

পর্য্যন্ত দিয়ে নিজেকে বেহারীটার কবল থেকে মুক্ত কর্ত্তে আপ্রাণ চেষ্টা কাচ্ছেন। ঘরে ঢুকে ঐ অবস্থা দেখে আমিও বাবা জীবনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। মাথার জট টী ধরে দুতিন ঝাঁকানি দিয়ে টান দিতেই আলগোছে সেটি অর্থাৎ পরচুলাটী খুলে এলো। সঙ্গে সঙ্গে সেই হিন্দি ভাষী স্বামীজীও দুহাত এক ক'রে বিশুদ্ধ বাংলায় সবিনয়ে নিবেদন ব ল্লেন, "দোহাই স্তর, আমাকে পুলিশে দেবেন না, আপনার পায়ে পড়ি," বলেই আমার দুপা ধরে আর কি? সাধুকে অভয় দিলাম, কেননা আমিত এসেছি এ জগতে "পরিত্রাণায় সাধুনাং।"বেহারাটীকে জল আনতে ব'লে রাস্তার সামনের দরজাটী বন্ধ করে দিয়ে ইজি চেয়ারটার গা এলিয়ে দিলাম। সাধুকে বল্লাম জল দিয়ে চোখ মুখ ধুয়ে ফেলতে। খানিক পরে ব্যাপার: কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করায় বেহারী যা বল্ল তার সার মর্ম্ম এই:—

আমি ফোন ধর্ত্তে চলে গেলে এক মিনিটের মধ্যেই সাধুর সঙ্গে বেহারীর খুব ভাব জমে যায়। সে নাকি সাধুকে হাত-ও দেখায়। বাবাজী হাত দেখে বলেন যে তার নাকি একমাসের মধ্যে একটা খপ-সুরত আওরতের সঙ্গে সাদি হবে, শ্বশুরের অনেক টাকা কড়ি পাবে, সাত লেড়কাকা বাবা হবে আরও কতকি? হাত দেখা হ যে গেলে বেহারীকে একটু জল আনতে বলেন। বেহারী রান্না ঘর অবধি গিয়ে মনে কল্লে যে অমন দেবাত্মাকে শুধু জল দেবে, না একটু শরবৎ করে দেবে। এই কথা জিজ্ঞাসা কর্ব্বার জন্যেই সে সাধুর কাছে আসছিলো। দরজা অবধি এসেই কিন্তু সে সাধুবাবার কাণ্ড দেখে একেবারে অবাক হ'য়ে যায়। দেখে যে সাধু মুখে খালি "বম্ হর হর, শিবো শম্ভো" কচ্ছেন আর আমার সার্ট কোট ইত্যাদির পকেট সার্চ্চ করে দেখছেন। দেখতে দেখতে সিল্কের পাঞ্জাবী ও ওপ্‌ন্ ব্রেষ্ট কোটটী ঝুলির মধ্যে একদম সোমালুম

গাপ। টেবিলের ড্রয়ারের মধ্যে মানি ব্যাগটা ছিল সেটাও নিঃশব্দে পাগড়ীর মধ্যে গোঁজা সারা। তার পর যখন পেরেকে ঝোলানো ওভারকোটটীর পকেট হ্যাণ্ডওভারিং কার্য্যে ব্যস্ত তখন পট করে বেহারী ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা কর্ল্লে, "সাধুবাবা একি হচ্ছে? বাবাজীরও একেবারে অপ্রতিভ রেডিমেড আনসার—'বাবুকা কামিজকা পাকিটসে একঠো চুযাকো বাচ্চা নীচুমে গিব পড়া, তাই তিনি হাত দিয়ে দেখছিলেন যে ও পাকিট টাকিট কাটা হ্যায় কি নেই।" কিন্তু বেহারা-ত সব জানে। সে আবার বলে যে না বলে ক'য়ে অন্যলোকের জিনিষে হাত দেওয়া দোষের। স্বামীজি তখন ঐ মুর্‌খ্ বেহারীকে হিতোপদেশ দিতে আরম্ভ কল্লেন। তাঁর চাহ্‌নক্য পণ্ডিত নাকি কোন শাস্ত্রে লিখে গেছেন, "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু" অর্থাৎ বাবুকা কুর্ত্তা আর তাঁর কুর্ত্তা নাকি একই হ্যায়। কিন্তু চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী। অশিক্ষিত বেহারা সাধুবাবার শাস্ত্রের এই মর্ম্ম বুঝতে না পেরে তাঁকে অসভ্যকা মাফিক ধনঞ্জয় দিতে ইতস্ততঃ কল্লে না। তিনিও অবশ্য শাস্ত্রের গোড়ার কথা "আত্মানং সততং রক্ষেৎ" এই থিওরী নিয়ে নিজেকে ছাড়াতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। নিজেকে ছাড়িযে লম্বা হয়ত দিতেও পার্ত্তেন কিন্তু "ললাটে লিখিতং ধাতা কোন শালা কিং করিষ্যতি।" যথা সময়ে আমার বিদ্যুত বেগে প্রবেশ এবং বাছাধনের অবস্থা শক্তিশেল খাওয়া লক্ষণের মত আর কি!

ঝুলি ঝেড়ে পাওয়া গেল আমার সিল্কের পাঞ্জাবী ও কোটটী, একটী রিষ্টওয়াচ, একটী আংটী, কিছু চাল, একখানি সংস্কৃত গীতা ও একখানি বাংলায় লেখা শ্রীমদ্ভাগবত, দুখানি কাপড় (একখানি নূতন ইস্ত্রি করা) দামী স্তওেল, একজোড়া খড়ম, দুফলা একখানি ছুরি, বড় একগোছা চাবী আর এক বোতল বিহাইভ ব্র্যাণ্ডি।

পুলিশে না দিয়ে বাবাজীকে অর্থাৎ শ্রীমৎ স্বামী চৌর্য্যানন্দকে অভয় দিলাম। বল্লাম, "তুমি চোর হও বাটপাড় হও ভণ্ড হও, বা পাষণ্ড হও তবু তুমি আমার ভাই—মাসতুতো নয় দেশতুতো কারণ তুমি আর আমি সেই একই বিশ্বপিতার সন্তান। তোমাকে যদি আজ পুলিশে ধরে নিয়ে যায় তবে সেটা কি আমার বুকে শেলের মত বাজবে না! তোমার ঐ পদ্মহস্তে তারা পরাবে হাতকড়া আর আমার এই হাতে আমি কব্জি ঘড়ি পরবো কেমন করে বন্ধু? যে চা তুমি একদিন না খেলে সংসারটা উলটে যায়গা, সেই চা ত তারা তোমায় দেবে না। তবে এই জগৎটা উল্‌টে যাবার জন্যে গভর্ণমেণ্ট ত আমাকেই প্রসিকিউট কর্ব্বে। সে ত' হ'তে পারে না ভাই, ঠিক এমনি ভাবে জ্বালাময়ী ভাষায় ঘড়ি ধরে, একটানা তিন কোয়ার্টার বক্তৃতা করি। আমার কথা বিশ্বাস করুণ ঠিক পঁয়তাল্লিশ মিনিট—এক সেকেণ্ড কম নয়, বরং দু সেকেণ্ড বেশীও হতে পারে। ক্রমে ক্রমে 'ক্রিব্রাহিম' ধর্ম্মের ব্যাখ্যা শুনতে শুনতে স্বামীজি মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন, আমিও ঝোপ বুঝে কোপ মেরে তাঁকে আমার প্রথম ও প্রধান শিষ্য করে নিলাম দীক্ষা গ্রহণান্তর তাঁর নাম রাখা হোল গিলবার্ট আলি কাঞ্জিলাল তা আপনারা আগেই শুনেছেন।

অনেকে হয়ত আমার ওপর চটে গেছেন একজন 'অজ্ঞাত কুলশীলকে' আশ্রয় দিয়েছি বলে। এ ধারণাটা আপনাদের একেবারে অমূলক। আমায় কি তেমনি কাঁচা ছেলে পেয়েছেন? বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একদিকে আর এই "ক্রিব্রাহিম" ধর্ম্মের সোল সেলিং এজেণ্ট একদিকে। আমি কি আঁটঘাট না বেঁধে এই গুরুতর—গুরুতর কি, গুরুতম—কাজে হাত দিয়েছি স্বামীজিকে কৌশলে জেরা করে তাঁর বাড়ীতে পর্য্যন্ত সন্ধান নিয়ে নাড়ী নক্ষত্র সব জেনে নিয়েছি। সহজ বান্দা ভাববেন না আপনারা আমাকে। আচ্ছা বাবাজীর ইতিকথাটা অর্থাৎ বাল্যলীলা একটু সংক্ষেপে শুনে রাখুন।

শ্রীমৎ স্বামী চৌর্য্যনন্দজীর বাড়ী প্রলাপনগর গ্রামে। বিদ্যে ফোর্থ ক্লাস অবধি। বিশ্বাসী লালাবাবুর যেমন রজক দুহিতার "বেলা যায়" কথা শুনে মনের ভাব বদলে গেল, আমাদের এই স্বামীজিরও তেমি মনের মালিন্য মুছে যায় ছেলে বেলাতেই যাত্রার আসরে একটী গান শুনে—

"যদি শিখতে পার্ত্তাম চুরি বিদ্যে সব
বিদ্যের সার।
চুলোর দোরে পাঠিয়ে দিতাম
শুভঙ্করীর ভার।"

তারপর থেকে "আজি এ প্রভাতে রবির কর" কেমনে তাহার প্রাণের পর পশিল তা সে নিজেই বুঝতে পারেনি যদিও বুঝবার চেষ্টাও সে করেনি কোনদিন। হাতে খাড় আরম্ভ হ'ল প্রথম দিন কোন সতীর্থের একটী পেন্সিল, তার পরই বই খাতা থেকে সেটা গিয়ে আস্তে আস্তে ঠেকলো ঘুমন্ত গুরুমহাশয়ের পকেটস্থ বিড়ির বাণ্ডিল, নস্যের ডিবে এবং পানের খিলিতে। এমন কি হাইস্কুলে পড়বার সময়ও তার এ অসামান্য হাতসাফাইটা বড় একটা কেউ ধরতে পারেনি। "হাটে ঘাটে বাটে এই মত কাটে'। শেষে তার এই অসাধারণ প্রতিভা সর্ব্বজন সমক্ষে প্রকাশ হ'য়ে পড়লো সেদিন যেদিন সিঙ্গেভার হাটে এক মণিহারীর দোকানে বামাল সমেৎ ধরা পড়ে যায় অর্থাৎ তার পকেট সার্চ্চ করে পাওয়া গেল সেই দোকানেই রবার ষ্ট্যাম্প মারা একখানি বটতলা আঞ্চলিক প্রেসে ছাপা 'আধুনিক টপ্পা" যদিও সে আত্মপক্ষ সমর্থনে কোনরূপ শৈথিল্য প্রকাশ করেনি তবুও অভদ্র লোকগুলি মায় দোকানদারটী পর্য্যন্ত তাকে দশজনের সাম্নে নাস্তানাবুদের একশেষ করে ছাড়ে। আমার মতে কিন্তু তখনকার ভাবী স্বামীজি নিরীহ এবং নির্দ্দোষ। আচ্ছা আপনারাই না হয় বিচার করুণ। কথায় বলে "মুনিনাঞ্চ

মতিভ্রমঃ।" মানে বইখানি হাতে করে নিয়ে দেখতে দেখতে রাখবার সময় হয়ত ভুল করে দোকানের বদলে পকেটিং করে ফেলেছে। কি বলেন?

আর একবার কোথায় যায় গানের মজলিশে খালি পায়ে কিন্তু পকেটে ভরে নিয়ে যায় একজোড়া পুরানো মোজা, (নতুন নয়)। আগেই বলে রাখছি এটা একটা তার অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী। সবাই তাঁদের জুতো নীচে খুলে রেখে বারান্দার উপর ফরাসে বসে তন্ময় হ'য়ে গান শুনছিলেন। আমাদের ভাবী চৌর্য্যানন্দ কিন্তু কোন ফাঁকে মোজা জোড়া পায়ে পরে নিল। তারপর হঠাৎ এক সময়ে নীচে নেমে সেই মোজা শুদ্ধ পা ঢুকিয়ে দিল দুখানা নূতন গ্লাসকিডের মধ্যে। জুতো জোড়ার মালিক বেচারী মাত্র দিন পাঁচেক আগে জুতো কিনেছে সখ করে, তাই বোধ হয় সে গান শুনতে এসেও মা ভগবতীর খোসার উপর নজর রাখতে ভোলেনি। সে পট ক'রে বলে উঠলো, "ও মশাই, ওটা যে আমার জুতো।" অপ্রতিভ স্বামীজির অঙ্কুর কিন্তু অম্লান বদনে বলে ফেল্ল, "আজ্ঞে ভুলচুক মশাই, কিছু মনে কর্বেন না। আমার জোড়াটাও ঠিক অম্নি দেখতে কিনা," অবিশ্বাসের কিছুই ছিল না, কারণ পায়ে যার মোজা রয়েছে সে কি আর জুতো না নিয়ে এসেছে? লোকটাও আর দ্বিরুক্তি না করে মজলিশে মনোনিবেশ কর্ল কেননা আসরে তখন কেরিকেচার চলছে পূর্ণোদ্যমে—

"গিন্নির চেয়ে শালী ভাল,
মেসোর চেয়ে মামা"—

ক্যারিকেচারিষ্টের দিকে না তাকিয়ে তার দিকে নজর দিলে ভদ্রলোকটা দেখতে পেতেন যে একটু আগে যে লোকটা নতুন চকচকে কালো রংয়ের পাম্পশুর মধ্যে পা গুঁজে দিচ্ছিল, সেই পর

মুহূর্ত্তে নিঃসঙ্কোচে একজোড়া লাল রংয়ের ফিতে পরাণো জুতোর মধ্যে পা গলিয়ে মস্ মসিয়ে বেরিয়ে গেল। আপনারা একে "না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে" যা করা হয় বলুন ক্ষতি নেই কিন্তু আমার মনে হয় এটা একটা রীতিমত এ্যাডভেঞ্চার অর্থাৎ বীরের মত কাজ, যাতে চাই সাড়ে পনেরো আনা মরাল কারেজ আর উপস্থিত বুদ্ধি।

শুক্লপক্ষের শশী কলার ন্যায় বাড়তে বাড়তে বাবাজীও তার টিন (teen) পেরিয়ে গেল। বলা বাহুল্য মা সরস্বতীকে সে ইতিপূর্ব্বেই ত্যজ্যপুত্রী করে দিয়েছে যদিও দুষ্ট লোকে বলতে ছাড়েনা মাঝে মাঝে যে তার স্বভাবের জন্য স্কুল থেকে তাকে রাসটিকেট করা হয়। আমার কাছে কিন্তু প্রথম উক্তিটাই অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য। যাক্।

গ্রামের ছেলেরা সেবার একটা শখের থিয়েটার করে। প্লে হয়েছিল বিল্বমঙ্গল। পার্ট বাছাই কর্ব্বার সময় সে চেয়েছিল বিল্বমঙ্গলের ভূমিকা কিন্তু শেষকালে কর্তৃপক্ষ তাকে কনষ্টেবলের পার্ট দেওয়াই সাব্যস্ত কর্ল্লে. সে ত রেগে এক কুরুক্ষেত্তর কাণ্ড বাধিয়ে সেই দিনেই সদস্য পদে ইস্তফা দিয়ে চলে আসে। হ্যাঁ. ঠিকই করেছে। একেই ত বলে প্রকৃত স্পোর্টস্‌ম্যান স্পিরিট। চেয়েছে নাম ভূমিকা আর তাকে দেওয়া হ'ল কিনা একটা কনষ্টেবলের পার্ট। কেন অন্তত দারোগার পার্টটাও কি দেওয়া গেল না। সে আসবার সময় এও বলে এল যে পায়ে ধরে সেধে না আনলে সে আর ও থিয়েটার মুখোও হবে না। আর একদিন না একদিন পায়ে ধরে তাকে আনতেই হবে, যেহেতু সে ছাড়া (অবশ্য তার মতে) বিল্বমঙ্গলের পার্ট প্লে কর্ব্বার মত লোক সে অঞ্চলে আর কেউ ছিল না। আলবাৎ! বিল্বমঙ্গলের প্রথম কথাই ত হ'ল—"আমি দেখে নেবো, দেখে নেবো! এত বড় আস্পর্দ্ধা!.... যেমন বলে চলে এসেছি, তেমন ব্যস্—আজ থেকে

খতম''—কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় তাকে ডাকতে আর তার বাড়ী মুখো কেউ হয়নি। আর যায় কোথা ? জ্বলন্ত অনলে একেবারে ঘৃতাহুতি পড়লো। সে রাগ ক'রে খালি ঘরের ভাত বেশী করে খেতে লাগলো। এমন কি অভিনয়ের দিন অভিনয় দেখতে পর্য্যন্ত গেলনা। বাড়ীর সবাই গেল শুধু বিছানায় পড়ে রইলো সে। যাবার সময় তার মা তাকে ব'লে গেলেন একটু সজাগ থাকতে। সজাগ যে সে ছিল সেটা বুঝতে পারা গেল তখন, যখন বাড়ী ফিরে সবাই দেখলেন যে ক্যাস বাক্সটী ভাঙ্গা এবং তার মধ্যের টাকা গুলির সঙ্গে প্রহরায় নিযুক্ত লোকটীও অদৃশ্য।

সেই যে পিটটান, এখনও পর্য্যন্ত এই বিরাট বাজার গৃহে অজ্ঞাতবাস চলছে। কে জানে কবে দুর্যোধনের দল এসে তাকে পাঁজা কোলা ক'রে নিয়ে যাবে হস্তিনার সিংহাসনে বসাবার জন্যে। দেখা যাক্— হোয়াট মাষ্ট কাম মাষ্ট।

উত্তর রাগ

অর্থাৎ আমার দ্বিতীয় অভিযান।

হ্যাঁ, এইবার আমার দ্বিতীয় অভিযানের কথা শুনুন। পূর্ব্বেই বলেছি যে মক্কেলটী একজন ধনী, সুবক্তা এবং সুলেখক। নামটা ত জানেনেই বাঞ্ছারাম বটব্যাল। থুড়ি রায় বাঞ্ছারাম বটব্যাল সাহেব। অনেক উদ্বির উদারক ভেট, ভেটকী, সুযুক্তি, কুযুক্তি, অর্থপূর্ণ যুক্তি এবং চুক্তির বিনিময়ে তাঁকে ঐ উপাধি সোপানের নিম্নতম স্তরে উপনীত হ'তে হয় তাই তিনি সেই সম্রাটের করুণা বিন্দুকে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে ব্যবহার কর্ত্তেন—এ বিষয়ে শুনেন-না-না-সেন-গুষ্টির দুই জন মহাপুরুষ তাঁর পথ প্রদর্শক। দুজনাই সাহিত্যের দিকপাল বিশেষ। একজন রায় কীর্ত্তনীয় সেন বাহাদুর। অন্যজন রায় বারোয়ারী দাদা বাহাদুর। বাঞ্ছারাম বাবুও তাই গোড়াতেই সবটুকু না লিখে কিছুটা উপক্রমণিকার ও কিছুটা পরিশিষ্টে ব্যবহার কর্ত্তেন।

ভদ্রলোকের চেহারা খানিও ধরে নিন—মধ্যমাকৃতি, টেকো মাথায় ফাইন বাবরী চুল। বাংলা পাঁচের মত মুখটী বেশ গোলগাল। ভদ্রলোকটী স্থূলকায় ছিপছিপে। বাঞ্ছারাম বাবুর বাড়ীটী ০নং আকাশ পাতাল রোডে অবস্থিত। এখন অবশ্য কর্পোরেশনের কর্ত্তাদের কৃপায় সে সব রাস্তার কোন চিহ্নই আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

রায় বাঞ্ছারাম বটব্যাল সাহেব তাঁর দেহের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছিলেন বাংলা দেশ থেকে পণ প্রথার মূলোচ্ছেদ করবার জন্যে আপনারা অবগত আছেন তিনি খুব সুন্দর বক্তৃতা দিতে পার্ত্তেন। তিনি যখন লেকচার দিতেন সভার মাঝে তখন পিনড্রপ সাইলেন্স, মাঝে "হিয়ার হিয়ার" "একসেলেণ্ট" "ব্রেভো" প্রভৃতি উৎসাহ বাণী সমুত্থিত হ'ত শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্য থেকে। আর তিনি বসে পড়া মাত্র ঘন ঘন

করতালি দ্বারা সভাস্থল যেমন প্রকম্পিত হ'ত, অন্যদিক থেকে তেমনি গণ্ডা থেকে ডজন এবং ডজন থেকে দিস্তে খানেক ফুলের মালা এসে তাঁর গলায় ঝুপ ঝুপ করে পড়তো। শতধা বিভক্ত এই বঙ্গবাসী তথা ভারতবাসীকে একত্রিত কর্ব্বার জন্য এক মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত কর্ব্বার জন্য যেমন "ক্রিব্রাহিম" ধর্ম্মের বর্ত্তিকা হাতে ও কণ্ঠে "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" বাণী নিয়ে এই মর্ত্ত্যভূমে আবার আবির্ভাব হ'য়েছে, তিনিও বোধহয় এসেছিলেন তেমি সর্ব্বনাশা পণ প্রথার হাত থেকে দেশকে উদ্ধার কর্ত্তে। পণ প্রথার বিরুদ্ধে তাঁর অভিযানকে থাম্মাপলি, হলদিঘাট বা সিংহগড়ের যুদ্ধের সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে তুলনা করা যেতে পারে।

'মার্ত্তণ্ড' 'অগ্নি' 'জাতি' 'ভৃঙ্গ' প্রভৃতি ছিল তখন কার দিনের নাম করা মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা। রায় বটব্যাল সাহেব সব কটা কাগজেই প্রবন্ধ কবিতাদি লিখতেন পণ প্রথার বিরুদ্ধ মত নিয়ে। কবিতা গুলো অবশ্য হ'ত ঠিক আমারি লেখা কবিতার মত—অর্থাৎ এই কোনমতে মিল করে দেওয়া আর কি! অর্থ খুঁজে বের কর্ত্তে হ'লে চোখে দুরবীণ লাগাতে হবে। ছন্দ, যতি এসব বাজে জিনিষের সঙ্গে ত চিরশত্রুতা আছেই। তবুও সে গুলো ছাপা হয় ঐ সব নামকরা পত্রিকাতেই কেননা অনেক লব্ধ প্রতিষ্ঠ লেখক বা দেশনেতার বাজার খরচও অনেক সময় ছাপা হয়।

'অগ্নি' পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠাতেই সেবার তাঁর লেখা কবিতাটী পড়লাম।

"অগ্নির সম, অভিযান মম,
রুদ্রের তালে তালে।
পণ প্রথা বিষে, ডুবে যাবে শেষে,
এ দেশ অতল জলে।

রক্ষিতে তাহায়, যেই জন চায়,
এসগো আমার সঙ্গে।
একত্র হইয়া, মিটিং করিয়া
চেতনা আনিব বঙ্গে।

এ হেন ভদ্রলোককে বাগে আনবার জন্য আমি আপনাদের পরিচিত ভূতপূর্ব্ব স্বামী চৌর্য্যানন্দের নিকট বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ।

একটা কথা আছে "জহুরীই জহর চেনে।" আমার প্রিয় শিষ্যটীও (প্রিয় কি, প্রিয়তম বললেও অত্যুক্তি হয় না) স্বীয় জীবনের অভিজ্ঞতা হ'তে বোধ হয় এই রত্নটীকে কোন দিন এক আঁচড়েই চিনে নিয়েছিল। তাই সে আমার হ'য়ে একদিন অভিযান শুরু করল। লক্ষ্য রায় বাঞ্ছারাম সাহেবের "দেশোদ্ধার ভিলা!" তার আগের দিনই তিনি হ'য়েছিলেন একটা মিটীংএর সভাপতি। সভায় তিনি যে প্রাণোন্মাদিনী বক্তৃতা দেন তা আমরা কাগজে পাঠ করেছিলাম। পাঠক পাঠিকার অবগতির জন্য সেটা সম্পূর্ণ ভুলে দেবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বেশী লিখতে গেলে পুথি বেড়ে যাবে এই ভয়ে সম্পূর্ণ না দিয়ে তা থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত ক'রে দিয়েই ক্ষান্ত হচ্ছি।

হিতোপদেশে আপনারা পড়েছেন,—

উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে, রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ। অর্থাৎ সকল সময়ে যে পাশে পাশে থাকে সেই প্রকৃত বন্ধু। আজ দেশের এই ঘোর দুর্দ্দিনে হে আমার প্রতিবেশী জনসাধারণ, তোমরা কি তোমাদের প্রতিবেশী ভাই বোনদের দেখিবে না? তাহাদের দুঃখ দুর্দ্দশা সম্যক উপলব্ধি করিবে না? একদিকে সামাজিক রীতি নীতি, দুর্ভিক্ষ ও ম্যালেরিয়া রাক্ষসী তাহাদের লেলিহান জিহ্বা বিস্তার পূর্ব্বক তোমাদিগকে গ্রাস

করিতে আসিতেছে, পল্লীর আর সে পূর্ব্বের শ্রী নাই, গরু আর তেমন দুধ দেয় না, মাঠে আর তেমন ধান হয়না। দেশে অজন্মা অতিবৃষ্টি চিরস্থায়ী আসন গাড়িয়াছে, চারিদিকে, হা অন্ন,' রব উঠিয়াছে আর মূর্খ পুত্রের পিতৃকুল, তোমরা এ সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কি জঘন্য পণ প্রথারূপী পাপানলে ইন্ধন যোগাইতেছে? ধিক তোমাদের প্রবৃত্তিকে আর সহস্র ধিক তোমাদের শিক্ষা, সভ্যতা ও বিবেককে। পুত্রের বিবাহের সময় যখন দরিদ্র পিতার নিকট অতিরিক্ত অর্থ পণ স্বরূপ দাবী কর, তখন কি মনে হয়না যে তোমার কন্যার বিবাহের সময় তুমিও তোমার বৈবাহিকের নিকট হইতে উক্তরূপ আচরণ পাইবে? অতএব হে আমার স্বজাতীয় ভ্রাতৃভগ্নী মণ্ডলী, আসুন, আমরা একযোগে এই সর্ব্বনাশা পণ প্রথা ব্যাধির মূলোচ্ছেদকল্পে যত্নবান হই:—

"ঊর্দ্ধে রাখিয়া প্রাণ হও সবে আগুয়ান,
সাথে আছে ভগবান হবে জয় হবে জয়।"

ঘন ঘন করতালির সাথে দু একটা 'সাধু' 'সাধু' রবও শোনা গেল। বক্তৃতা শেষ হ'য়েছে মনে করে এক জন সভাপতিকে ধন্যবাদ দিতে উঠে দেখে যে সভাপতি একগ্লাস জল খেয়ে নিয়ে আবার শুরু করেছেন:—

"আজ আমার আবেদন বলুন, আদেশ বলুন নির্দ্দেশ বলুন, যাই বলুন সেটা হচ্ছে বিবাহযোগ্য অথচ অবিবাহিত তরুণ সমাজের প্রতি, রবীন্দ্রনাথ যাহাদের উপর একান্ত ভরসা করিয়া উদাত্ত আহ্বান জানাইয়াছেন—

"আয় প্রমত্ত, আয়রে আমার কাঁচা
আধ মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।"

হে সবুজ, তুমি অবুঝ হইওনা—সর্ব্বক্ষেত্রে পিতার বিরুদ্ধাচারী মাত্র

পণ গ্রহণের বেলা পিতৃভক্তিতে শ্রীরামচন্দ্রেরও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সাজিও না। রাজনৈতিক মতবাদে, যাত্রা থিয়েটার শুনিবার বেলা, কায়িক গৃহকর্ম্মে ডোণ্ট কেয়ার ভাব প্রকাশের বেলা যেমন তুমি অচল অটল ভাবে গার্জ্জিয়ানের বিরুদ্ধাচারী হও, পণ প্রথার প্রভাব থেকে তাঁদের মুক্ত করার কর্ত্তব্যও তোমাদের উপর। তোমরা যদি একযোগে এককণ্ঠে প্রতিবাদ কর তবে তোমাদের গার্জ্জিয়ানরা আর কন্যা পক্ষের নিকট হইতে পণ গ্রহণের প্রস্তাব করিতে সাহসী হইবেন না।"

ভূতপূর্ব্ব স্বামী চৌর্য্যানন্দজী এবং বর্ত্তমানের গিলবার্ট আলি কাঞ্জিলাল যখন ঘোড়া গাড়ী করে বেহারী সমভিব্যাহারে বাঞ্ছারাম বাবুর বাড়ীর সামনে গিয়ে উপস্থিত হ'ল তখন বেলা প্রায় পড়ে এসেছে। বটব্যাল মশাই তলায় বসে আলবোলায় তামাক খাচ্ছিলেন; ভাদ্রমাস কিনা তাই অসহ্য গুমোট গরম। গরমের জন্যে বিছানার উপর শীতল পাটী বিছিয়ে দেওয়া হ'য়েছে। যদিও মা'থার উপর ইলেকট্রিক্ ফ্যান, পাশে টেব্‌ল্‌ফ্যান আর পিছনে চাকরের হাতে ভিজে খস্‌খসের পাখা ও শুকনো তাল পাতার পাখা চারিটী এক সঙ্গেই চলছিল, তবুও বাবুর মুখে 'উঃ, আঃ' প্রভৃতি অব্যয় লেগেই আছে। সামনেই দুখানি দৈনিক খোলা রয়েছে। এমন সময় গিলবার্ট আলি ঘোড়া গাড়ী থেকে মুখ বের করে জিজ্ঞাসা করল "বাঞ্ছারামবটব্যাল রায় সাহেবের কি এই বাড়ী? উপর থেকেই বাবু চেঁচিয়ে জবাব দিলেন" "কে-এ-এ-এ?" এবং সঙ্গে সঙ্গেই অতি বিনীতভাবে এসে রেলিংএ ভর দিয়ে ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথেকে আসছেন, কি দরকার?" চৌর্য্যানন্দ গাড়ী থেকে নেমে এসে বলল, "আমি আসছি ফরাসডাঙ্গা থেকে—ফরাসী রাজত্ব। নাম হ'চ্ছে জগাই মুখুজ্জে—ঐ খানেই একটা রিক্সা, ঘোড়া-গাড়ী, গরুর গাড়ী ইত্যাদির কারখানা আছে। দেখুন আমার একটী

বিবাহযোগ্য মেয়ে আছে—বয়স বছর চৌদ্দ। রংটা যেন কাঁচা হলুদ। আর গৃহকর্ম্ম, গান বাজনা, ভাত ডাল তরকারী বাদে সব কিছু রান্না করতে সুপটু। খবর পেলুম আপনার একটী ছেলে বি-এ, পড়ছে কিন্তু এখনও বিয়ে হয়নি তাই এলাম আপনার কাছে যদি সম্বন্ধটা হয়। আমার সঙ্গতি ত' তেমন বিশেষ কিছুই নেই তাই আপনার কাছে দরবার কর্ত্তে আসা। আপনার মত মহানুভব, সদাশয় পণ প্রথার ঘোরতর বিরোধী ভদ্রলোকের কাছ থেকে নিরাশ হ'য়ে ফিরবোনা এ আশা আছে।"

রায় সাহেব কথাগুলি বেশ মনোযোগ দিয়েই শুনলেন। শুনে কোন রকম ভূমিকা না করে উপর থেকেই বল্লেন, "যা শুনেছেন তা সত্যি। আমি ঠিক করেছি ছেলের বিয়েতে নগদ এক পয়সাও নেবোনা। তবে হ্যাঁ, একটা কথা আপনি আপনার মেয়েকে কত ভরি সোনা দেবেন? আর সোনার রিষ্টওয়াচে সোনার ব্যাণ্ড, পার্কার ফাউন্টেনপেন ও মোটর সাইকেল ত আছেই, তা ছাড়া ছেলেকে ক' হাজার টাকা বরসজ্জা দিতে পার্ব্বেন?"

পাঠক পাঠিকা, একবার মিটিংয়ের বাঞ্ছারাম বাবুর সঙ্গে আলোচনারত এই রায় সাহেবের তুলনা করুন ত? আমার চেলাটা কিন্তু এতে দমে না গিয়ে মিনিট খানেক কি চিন্তা করে নিয়ে হাসতে হাসতে উত্তর করল, "আজ্ঞে এ আর তেমন বেশী কি বললেন? আমার মেয়ে জামাইকে আমি দিচ্ছি, এত আর জলে পড়ে যাচ্ছেনা। আর ও আমার ঐ একটি মাত্র মেয়ে। এই ধরুন রূপোর ডুসেট বাসন আর ডুসেট চায়ের সরঞ্জাম ত দিতেই হবে, তারপর গদি, পালঙ্ক, ভেলভেটের তাকিয়া, ঝালোর দেওয়া ওয়াড়, সিল্কের মশারী এ সব মিলে ত হাজার দুয়েকের কমে কিছুতেই হতে পারে না। আর মোটর সাইকেলের

দরকারই বা কি? আমার মেয়ে জামাই হাওয়া খেতে যাবে কি ট্যাক্সী ভাড়া করে? একমাত্র জামাইকে একখানা আটাহুড বুইক, না হয় অন্ততঃ পক্ষে একখানা টুসিটার বেবী অষ্টিনও কি দিতে পার্ব্বনা! ঘড়ি, ফাউণ্টেনপেন, মুক্তোর বোতাম টর্চ্চলাইট এসবও কি আবার বলে দিতে হয় কাউকে? আমার কি নিজের একটুও আক্কেল নেই? আর এ সব না দিলে হার ম্যাজেস্‌টিস্ সার্ভিসই কি আমায় আস্ত রাখবেন মনে করছেন? আমার সঙ্গে দস্তুর মত ননকো-অপারেশান জুড়ে দেবেন।'

কথায় কথায় শিষ্যবর লক্ষ্য করলে যে বাবুটী তার কথাগুলো যেন হাঁ করে গিলছেন। চোখ দুটোতেও যেন আর একদম পলক পড়ছে না—তখন আর একটু রসান দিয়ে সে আরম্ভ করলে, 'আর সোনার কথা বলছেন, ভরি কি বলছেন স্যর, আমার ঐ একমাত্র মেয়ে তাকে আমি দেবো ভরি ওজনে সোনা? কাজ যদি ঠিক হয়—তবে সের ওজনে সোনা দিতে পারি। দিতে পারি দেবোও তাই। ও হ্যাঁ, আর একটা কথা, হীরের আংটী সে কথাত বললেন না? আংটী না হলে যে বিয়েই হয় না। একটা হীরের আংটীও ঐ সঙ্গে বোঝার উপর শাকের আটীর মত—হাঃ হাঃ হাঃ।'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রায় সাহেব বলে উঠলেন, 'আহা হা তা বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? এই দেখুন ত কেমন মনের ভুল। উপরে উঠে এসে বিশ্রাম করুন, জলযোগ টোগ সারুন, ঠাণ্ডা হ'য়ে ছেলেটীকে দেখুন, ও সব পরের কথা পরে হবেখোন। পরমুহূর্ত্তেই চাকরগুলোকে ধমকে উঠলেন, 'এই তোরা সব দাঁড়িয়ে কি দেখছিস্ সংয়ের মত? ভদ্রলোক বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাঁকে একটু অভ্যর্থনা কর্ত্তে হয়? হারামজাদাদের সব এক এক করে জবাব দেবো তা জানিস্!' কে একজন বোধ হয় খুব নীচু গলায় বলেছিল, 'হুকুম নেই

মিলা হুজুর—"আর যায় কোথা ? তিনি অমনি মুখ ভেংচে বলে উঠলেন "হুকুম নেই মিলা। পাজী কাঁহাকা, ভদ্রলোক বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন একঘণ্টা ধরে আর ব্যাটাদের যেন কোন হুঁস নেই—আরও বলে কিনা হুকুম নেই মিলা।' আচ্ছা দাঁড়ান, দাঁড়ান মশাই, আমিই যাচ্ছি—আমিই যাচ্ছি' বলে উঠে দাঁড়ালেন। গিলবার্ট আলি তখন বেশ মিঠে কড়া এবং নরম গরম সুরেই বলল, 'থাক—থাক রায় বটব্যাল সাহেব। আর কষ্ট করে আপনাকে নীচে নামতে হবে না—আপনারা উর্দ্ধলোকে বিচরণ করেন, সেখানেই থাকুন, আবার নীচে নামা কেন ? বোঝা গেছে মশাই, কত বড় ভদ্রলোক আপনি ? মিটিংএ লেকচার দেওয়ার সময়, পত্রিকায় কবিতা, প্রবন্ধ লিখবার বেলায় বুঝি অন্য মুডে থাকেন মানে অভিনেতা সেজে অভিনয় করেন। তখন ত দেখি বক্তৃতায় একেবারে পঞ্চমুখ, কিন্তু এখন আপনার প্রকৃত স্বরূপ দেখে গেলাম মুখোস খানা খোলা অবস্থায়। কেউ বাড়ীতে এলে তাকে বসতে বলাত দূরের কথা ঠিক শেয়াল কুকুরের মত ব্যবহার করেন। পণ-প্রথার বিরুদ্ধে কত লেখেন, বক্তৃতা করেন, কিন্তু নিজের ছেলেটীর বেলায় হেঁকে বসলেন একেবারে হাজার দশেক। আবার যেই না শুনলেন যে বেশ একটু পাওনা আছে, অম্নি একেবারে ভাবে গলে গিয়ে হাত কচলাতে আরম্ভ করলেন 'আসুন, বসুন।' মার্ত্তণ্ডে প্রকাশিত আপনার সেই মাষ্টারপিস প্রবন্ধ "আপনি আচরি ধর্ম্ম পরেরে শিখায়" যে আমার হাতেই রয়েছে। শুনুন রায় বটব্যাল সাহেব আমি ফরাসডাঙ্গা থেকে আসিনি, এসেছি "মার্ত্তণ্ড" অফিস থেকে। কাল অবশ্য অবশ্য একখানা 'মার্ত্তণ্ড পড়বেন, বুঝলেন ?' সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীতে উঠে বলে উঠলো চেঁচিয়ে, 'এই গাড়োয়ান গাড়ী হাঁকাও—'

রায় সাহেব ত' মাথায় হাত দিয়ে একেবারে হা করে বসে পড়লেন।

'এঁ্যা মার্ত্তণ্ড সম্পাদক ননত?' পরমুহূর্ত্তেই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'গাড়োয়ান গাড়োয়ান, গাড়ী থামাও, বখশিষ পাবে, বখশিষ পাবে—'

গাড়োয়ান হয়ত গাড়ী থামাত না। কিন্তু আরোহীদের কথায় সে গাড়ী থামালো ও মুখ ঘুরিযে সেটাকে এনে 'দেশোদ্ধার ভিলা'র গাড়ী বারান্দায় দাঁড় করালো। রায় সাহেব ততক্ষণে সশরীরেই উপর থেকে নীচে নেমে এসেছেন। মহাসমাদরে ত বেহারা সমেৎ গিলবার্ট আলিকে একরকম কিডন্যাপ করে উপরে নিয়ে গিয়ে ফরাসে বসিয়ে চা, জল খাবার সরবৎ ডাব ইত্যাদিতে একেবারে ধুল পরিমাণ। তারপর সে কি কম অনুনয়, বিনয়, অনুরোধ, উপরোধ 'দোহাই মশাই, এ কথা যেন প্রকাশ না পায়। যত টাকা লাগে দিচ্ছি ইত্যাদি ইত্যাদি। চৌর্য্যানন্দ- তখন সেখান থেকেই আমায় টেলিফোন করে। আমি কতকটা রেডি হয়েই ছিলাম। সুতরাং তখনই 'দেশোদ্ধার ভিলায়' শুভ পদার্পণ করতঃ ভূরি ভোজন ও ভূরি আপ্যায়নে আপ্যাযিত হ'লাম। তারপর এ কথা সে কথার পর 'ক্রিব্রাহিম' ধর্ম্মের নিয়মাবলী তাঁকে বেশ পরিস্কার করে বুঝিয়ে দিয়ে ধর্ম্মটী গ্রহণ কর্ত্তে বললাম। সহজে কি রাজী হইতে চান? কপর্টাদের ছিপি দিযে মুখ বন্ধ কর্ত্তে সাধ্যাতীত চেষ্টা করলেন। কিন্তু 'আনাব মাঝারে বাঘে পাইলে কি কভু ছাড়য়ে কিরাত তারে?' আমাদের কিন্তু ঐ এক কথা। হয় আমাদের দল ভারী করুন নতুবা মৃত্যুবাণ আমাদের হাতেই আছে। অবশেষে আমাদেরই জয় হল। অনুরোধেই হোক আর উপরোধেই হোক, ভয়েই হোক আর ভক্তিতেই হোক অবশেষে তিনি এক রকম ঢেঁকি গেলার মত 'ক্রিব্রাহিম' ধর্ম্মগ্রহণে স্বীকৃত হলেন। দীক্ষা গ্রহণান্তর তাঁর নাম করণ হ'লো ডিকেন্সউদ্দিন গড়গড়ি, তা আপনারা আগেই শুনেছেন।

দক্ষিণ রাগ

অর্থাৎ আমার তৃতীয় অভিযান।

এইবার আমার তৃতীয় অভিযানের কাহিনী শুনুন। এতে কিন্তু বেহারী, গিলবার্ট আলি বা ডিকেন্সউদ্দিন কারও হাত নেই। এ অভিযানের নায়ক একমাত্র আমি। সেবার আশ্বিনের এক ত্র্যহস্পর্শ-যোগ দেখে শ্বশুরালয় অভিমুখে রওনা হলাম কারণ পর পর কোয়ার্টার ডজন চিঠি পেয়েছিলাম অর্দ্ধাঙ্গিনীর কাছ থেকে—সবগুলিতেই একবার তার পিত্রালয়ে শুভ পদার্পণ দানে বাধিত কর্ব্বার অনুরোধ—ওরফে তাগিদ। যোগটা যে শুভ সেটা অবশ্য পরে প্রমাণিত হল কারণ সেইবার আমি আমার তৃতীয় শিষ্যটীকে লাভ করি। তাই বলে মনে করবেন না যে কুড়িয়ে পেযেছি, 'উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ?' সামান্য কিছু বাক্য ব্যয় করতে হয়েছে বই কি?

রাত্রি আটটা নাগাদ শিয়ালদা থেকে ট্রেন ছাড়লো। গাড়ীগুলি যদিও বোঝাই ছিল না তবুও পথে বেশ আমোদের মধ্যেই সময়টা কাটলো! ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরী ও কাঁচড়াপাড়া ওয়ার্কশপের জন কয়েক চিরস্থায়ী বিনা টিকিটের যাত্রী ছিলেন। নৈহাটীর কয়েকটী ফচকেও ছিলো, রেলে টিকিট কিনে চড়া যাদের প্রিন্সিপেলের বাইরে। দমদম থেকে একটী চেকার গাড়ীতে ওঠা মাত্রই ইছাপুরের দল সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো 'আরে মামা যে! আসুন—আসু-উ-উন।' একজন পকেট থেকে একটী সিগারেট বের করে তাঁর সামনে এগিয়ে ধরলো। ভদ্রলোকটী মানে চেকারটী 'নো থ্যাঙ্কস' বলতেই সে বলে উঠলো, 'লজ্জা করবেন না মামা সে রামও নেই সে অযোধ্যাও নেই, এখন

মামারা যেমন হচ্ছেন সব কংস মামা, ভাগ্নেরাও তেমনি সব কানাই ভাগ্নে।' যাই হোক তিনি সে দিকে কাণ না দিয়ে এক জনের দিকে হাত বাড়াতে সে তার পাশের লোকটীর সামনে হাত মুখ নেড়ে চেকারকে ইঙ্গিত করে গান ধরে দিল—

'এসেছে ব্রজের বাঁকা, কালো সখা,
দেখবি যদি আয়
ও তার রং ফিরেছে ঢং ফিরেছে,
কোট চড়েছে গায়।'

নিরাশ হয়ে ভদ্রলোক এবার নৈহাটী ব্রিগেডের দিকে হাত বাড়ালেন ফচকেটী জিজ্ঞাসা করল, 'কি চাইছেন।'

"টিকিট।"

"টিকিট? ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, টিকিট! তা ভদ্রলোকে কাটে নাকি? হাঁ করে দেখছেন কি? বসুন, না হয় এক খিলি পান নিন।"

সেখানে সুবিধা কর্ত্তে না পেরে একজন বৃদ্ধের কাছে হাত পাততেই উত্তর এলো "মাদুলী,"

"কার মাদুলী?"

"আমার, আবার কার?"

পূর্ব্বের ঠাট্টা তামাসায় চেকারটী চটিতং হ'য়েই ছিলেন, তাই দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বল্লেন, "আবে দুত্তোর মাদুলীর নিকুচি করেছে, বলি টিকিট কই?'

বৃদ্ধটীও বিরক্তের সঙ্গে উত্তর কর্ল, "ঐ ত বল্লাম মাদুলী।"

এবার বাবুটী—না না সাহেবটী বলাই যুক্তিযুক্ত, একেবারে রসিদ বই পকেট থেকে বের ক'রে বল্লেন "ভাড়া দাও, কোথায় যাবে?"

"ভাড়া? ভাড়া মানে? বলে আগাম টাকা দিয়ে মাদুলী কিনলাম' বলেই পকেট থেকে একটী চৌকো টিনের কোটো খুলে বিড়ির ভাঁড়ের

মধ্য থেকে যে জিনিষটী বের কল্লে সেটা দেখে গাড়ীর মধ্যে তুমুল হাসির রোল পড়লো। জিনিষটী আর কিছুই নয়—একখানি মাদুলি টিকিট। চেকারটী কিন্তু নাছোড় বান্দা। তাঁর বোধ হয় কিছু প্রত্যাশা ছিল। তাই মাদুলিখানি হাতে নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখে তাকে জিজ্ঞাসা করেন, "তোমার নাম কী?"

"দেখুন ঐ মাদুলার উল্টোপিঠে লেখা আছে।"

"যাই থাক না কেন—আমি তোমার নাম কি তাই জিজ্ঞাসা কচ্ছি।"

"যদি ইংরেজী পড়তেই না পার্ব্বে তবে প্যান্টুন পরেছো কেন মাণিক? যাও ঘরের ছেলে ঘরে গিয়ে চাষ আবাদ করগে।"

"কি-ই-ই? আমার সঙ্গে ঠাট্টা করা হ'চ্ছে?"

"আরে না, না। আপনার সঙ্গে ঠাট্টা করলে যে ঠাট্টা কথাটাকেই ঠাট্টা করা হবে। বলি তা মাদুলীটা কি ফেরৎ পাব?"

"এ টিকিট কার?"

'কার মনে হয়?'

'ঠিক করে বল কার কাছ থেকে টিকিট পেয়েছো?

'আজ্ঞে রাণাঘাটের টিকিট মাষ্টারের কাছ থেকে?'

'এ টিকিট তোমার নয়। শীগগির ভাড়া দাও, নইলে ফ্যাসাদে পড়বে।'

বৃদ্ধ লোকটী হাসতে হাসতে বল্লেন, 'ও তাই বলুন? আজ বোধহয় বৌনি হয়নি এখনও পর্য্যন্ত।"

রেগে মাদুলি খানা বৃদ্ধের মুখের উপর ছুড়ে ফেলে দিয়ে কাঁচরা পাড়ার দলের মধ্যে ঢুকতেই সবাই একযোগে উঠে দাঁড়িয়ে গাইতে আরম্ভ কল্লে।—

"আজ হোলি খেলবো শ্যা-
তোমার সনে।
একলা পেয়েছি তোমায়,
নিধুবনে।"

একান্ত নিরাশ হ'য়ে চেকারটী বারাকপুরে নেমে পড়ে আরও লাঞ্ছনার হাত থেকে আত্মরক্ষা করলেন।

এবার উঠলো একজন ভিখারী একটী একতারা নিয়ে। উঠে একতারায় টং টং করে একবার আ-আ-আ-আ-আ করতেই একজন মদনপুরী ব্যাপারী মহাভারত পড়ার মত সুর করে আরম্ভ কল্ল—

এস, বাবাজী, এস, বলে—

"রসময় রসিক নাগর অনুপম
নিকুঞ্জ বিহারী হরি নব ঘন শ্যাম হে।"

বাবাজীও সঙ্গে সঙ্গে কীর্ত্তনের সাধা সুর ঘুরিয়ে বাউল আরম্ভ কর্ল্লেন :—

উঁহু—বাবু তোমরা রসিক চেন না।
বিল্ব মঙ্গল চিন্তামণি,
চণ্ডীদাস আর রজকিনী,
এই রসিক চারজনা।

ব্যাপারিটী মুখ চূণ করে পকেট থেকে একটী একআনি বের করে তার হাতে দিতেই অনেকেই যার যাব পকেটে হাত ঢোকালেন আমিও কিছু দিলাম। কত তা বলবোনা, তবে এক পয়সা থেকে দশটাকার মধ্যে। কাঁচরাপাড়ার দল জায়গা করে দিয়ে তাকে বসতে বলে অনুরোধ করলো—

ওটা ত চাপান আর উতোর হ'ল। পেয়ে গেলেও ত বেশ মোটামুটী কিছু। এইবার একটী ভাল দেখে গান ধরতো—যে গান আমরা শুনিনি, শুনিনা, শুনবো কিনা তারও ঠিক নেই।"

"ঠিক বলেছেন বাবু। তবে কি জানেন, এখন নয়। একটা ক্যানভাসার উঠুক। যেই সে তার আবোল তাবোল বলা আরম্ভ করবে অম্নি আমিও গানটী আরম্ভ করে দেবো। ব্যাটারা ভয়ানক জ্বালায়।"

সুযোগ মিলতেও দেরী হ'লোনা। ইছাপুর থেকে একটী ক্যানভাসার উঠলেন। সুটকেশ থেকে তিনি চারটী প্যাকেট বের করে অত্যাশ্চর্য্য দাঁতের মাজন "বৃহৎ অট্টালিকা চূর্ণ" সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে ওদিক থেকে গম্ভীর আরাবের একতালা শোনা গেল—

"আহা কদম্বেরি গাছে যেন ঝোলে কৃষ্ণ বলরাম।
বেগুন তরকারী তুমি সর্ব্বগুণে গুণধাম।
ঝোলে খাও, ঝালে খাও ডালে খাও ভাজা।
ভাতে খাও, পোড়া খাও শুখতুনীতে মজা।
এমন তরকারী তুমি অন্তিমে হয়ো না বাম।"

ক্যানভাসারটী স্যুটকেশের ডালা বন্ধ করে গভীর ভাবে চিন্তা করছিলেন, বোধ হয় কি ভাবে প্রতিশোধ নেওয়া যায় তাই। গাড়ী নৈহাটী পৌছোনোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্লাটফরমে উঁকি মেরে ডাকলেন—

"ও দাদা লপেটা ভস্ম—ও মশাই লপেটা ভস্ম—শুনুন।"

প্ল্যাটফরম থেকেই একটা বাজখাই কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"আরে বৃহৎ অট্টালিকা চূর্ণ দাদা যে খবর কী?" বলতে বলতে একটী মিসকালো আকৃতি সুটকেস বগলে করে গাড়ীর মধ্যে উঠে এলো। তিনিই বোধ হয় 'লপেটা ভস্ম'। তাঁকে 'বৃহৎ অট্টালিকা চূর্ণ' বললেন, "দেখুন দাদা ঐ বেটা বিশ্বম্ভর আমার বৌনী মাটী করেছে, অথচ আমি ওর কোনই ক্ষতি করিনি। বেটা এদিকে পরম বৈষ্ণব বিনয়ের অবতার ওদিকে নচ্ছারের একশেষ। আসুন, দুজনে সেই গানটা গেয়ে ওর

মহাপ্রভুর গুষ্টির তুষ্টি করা যাক। বলা বাহুল্য ট্রেন ছেড়েই দিয়েছিল। তাঁরাও গায়েন ও দোহ'ার এই হিসেবে কীর্ত্তন গান ধরলেন—

"আ আ আ আ—

অা নবদ্বীপের বাঁধা ঘাটে

শ্রীচৈতন্য পাঁটা কাটে,

জগাই মাধাই ধরেছে দুই ঠাং।

মুখে মৃদু মৃদু হাস অ অ,

কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস অ অ,

প্রভু পাই যেন ও পাঁঠার অ বাং।

আহা ছুটিতে ছুটিতে শ্রীদাম তখন

হাজির হইল ঘাটে।

ক্লান্ত কলেবর, কাঁপে থর থর

যেথা প্রভু পাঁটা কাটে।

বলে—(কি বলে ? না বলে—)

ভাগ দাও ভাগ দাও

চণ্ডীদাসে রাং দিয়েছো,

আমায় পাঁঠার ঠ্যাং দাও।

(ওঁ গৌর প্রেমানন্দে একবার হরি হরি বলো)।

গাড়ী সাড়ে নটা নাগাদ আমার গন্তব্য স্থানে পৌছুলো। আমিও নেমে হাঁটা পথে শ্বশুরালয়ে গিয়ে উঠলাম।

অনেক সাধ্য সাধনার পর যখন স্ত্রীর মানভঞ্জন করা সম্ভব হ'লো তখন সে একেবারে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। কাঁদবার কারণ গুনে গুনে দশবার জিজ্ঞাসা করার পর অর্দ্ধ অনুনাসিক সুরে সে যা বিবৃত করল তার সারমর্ম্ম এই!—"তুমি নাকি একটা নূতন ধর্ম্ম সৃষ্টি

করেছ আর সেই জন্যেই নাকি শীগগিরই সংসারে ছেড়ে চলে যাচ্ছ। বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য্য, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি যেমন, ধর্ম্মের জন্য স্ত্রীর দিকে তাকাননি, আমি জানি তুমিও তেম্নি করবে। তবে এ দাসীকে পদাশ্রয় দিলে কেন? তুমি চলে গেলে এ দাসীর উপায় কি হবে? সংসার ত্যাগ করে বনে গেলেও পরিবার তোমার ইনসিওরের টাকা পাবে এমন আইন ত আজও তৈরী হয়নি। তারপর বনবাস থেকে ফিরে এসে ত একটা কোন 'আনন্দ' হ'য়ে বসবে। নাম এক নয় বলে তখন যদি তোমার ব্যাঙ্ক আর ইনসিওর কোম্পানী টাকা দিতে অস্বীকার করে—তখন আমার উপায় কি হবে? এই ছিল আমার কপালে? হাঁউ-হাঁউ-হাঁউ" হো হো করে একবার হেসে নিয়ে (নিশ্চিতই জানবেন যে সে অট্টহাসি বা উৎকট হাসি নয়—নিছক প্রাণখোলা হাসি) সান্ত্বনার সুরে বল্লাম "ও এই কথা! আমি বলি আরও কিছু। তা দেখ সে সব কোন ভয় নেই। আমার আবিষ্কৃত ধর্ম্মটা হ'ল সুবিধাবাদমূলক—অর্থাৎ মূলেই যার সুবিধাবাদ বর্ত্তমান, কাজেই এটা গঠনই করে সংহার করে না। এ ধর্ম্মের সার কথাই হ'চ্ছে, "অসার সংসারে সার শ্বশুর নন্দিনী।" তোমরাই ত আমাদের সার। 'তুমি হৃদি, তুমি মর্ম্ম, ত্বংহি প্রাণাঃ শরীরে। হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে দেবতা অগ্নি আর সভাস্থ পাইকারী গুরুজনদের সাক্ষী করে যাকে হৃদয়ের অর্দ্ধাঙ্গিনী ক'রে নিতে হয়, খৃষ্টমতে যাকে গির্জ্জা, বাইবেল আর পাদ্রী সাক্ষী করে বেটারহাফ্ ক'রে নিতে হয়, মোসলমান শাস্ত্র মতে যাকে মোল্লা আর কোরাণ সাক্ষী করে জীবন পথের সঙ্গিনী করে নিতে হয়, তাকে ত্যাগ করে আবার ধর্ম্ম? সে ধর্ম্ম ধর্ম্মই নয় স্ত্রী ছাড়া যে ধর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্মের গোড়ার কথা জানতো? 'সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ।" তাই আমার "ক্রিব্রাহিম" ধর্ম্ম বলে 'অসার সংসারে সার শ্বশুর নন্দিনী, ভাল কথা। আপনারা মনে রাখবেন এ কথাগুলি

আমি বলেছি, এক নিঃশ্বাসে। মানে একটুও থামিনি। তা হ'লেই বুঝুন কী আমার দারুণ প্রতিভা যা একদিন সমগ্র জগৎকে থ' খাইয়ে দেবে। অবলা জীবটী কিন্তু আমার কথায় ফিক করে একটু হেসে নিয়ে বল্ল, 'যাও যাও আর ঠাট্টা করতে হবেনা।' এবং সঙ্গে সঙ্গেই মেঘনাদ বধ থেকে আউড়ে ফেল্ল "আমি ভাল জানি পুরুষের মন।" বলেন কি আপনারা, একটা স্ত্রীলোক আমায় হারিয়ে দেবে কবিতায়? কেন আমিই কি কম নাকি? আমিও তখন তার উত্তরে মুখে মুখে এই কবিতাটি তৈরী কর্ল্লাম। আপনারা বিশ্বাস করবেন নিশ্চয়ই, কেননা তখন অন্ধকার ঘরে বিছানায় শুয়ে কাগজ পেন্সিল কোথায় পাই? তাই বলছি মুখে মুখে তৈরী করে ফেল্লাম—

হৃদয়ের মরুভূমি মাঝে ওয়েসিস্।
তুমি মোর পায়সের মাঝে কিস্‌মিস্।
হালুয়ার মাঝে তুমি এলাচের গুঁড়ো।
মুড়িঘণ্ট মাঝে তুমি কাতলার মুড়ো।

তারপর? তারপর আর কি? বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া। মানে শুক আর শারীব দ্বন্দ্ব মিটে গেল একটা প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে—অর্থাৎ তার মাকে-মানে আমার শ্বশ্রূমাতাকে বলে ফিরবার সময় তাকে (স্ত্রীকে) নিয়ে কলকাতায় ফিরতে হবে।

ফিরি ফিরি করেও দিন পনেরো কেটে গেল, কারণ মামার বাড়ীর আব্দার আর জামাই আদর দুটোই বেশ লোভনীয় কিনা! এ বলে আমায় দেখ্ ও বলে আমায় দেখ। সেদিন সকালে গিলবার্ট আলির এক দীর্ঘ পত্র পেলাম। গৌর চন্দ্রিকা বাদ দিয়ে আসল জিনিষটুকু মানে বডি অব দি লেটার বলতে যা বোঝায় তা এই :—

"রায় ডিকেন্সউদ্দিন গড়গড়ি সাহেবের একমাত্র পুত্র যে বি, এ

পড়ছে, সে হঠাৎ ভীষণ অসুখে পড়ে। অসুখটা বড়ই অদ্ভুত। ছেলেটী এমনিতে একটু মুখচোরা গোছের—মাঝে মাঝে "প্রাচীন ভারতে সেফটীরেজর ব্লেডের প্রচলন ছিল কিনা" "সুষেণ, তানসেন, সানইয়াৎ সেন ও চিরঞ্জীব সেন একই বংশ সম্ভূত কিনা" দ্বাপর যুগে ইন্‌সিওরেন্সের প্রচলন ছিল কিনা" ইত্যাদি প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে সাময়িক পত্রে (কলেজ ম্যাগাজিন বাদে) গবেষণা মূলক প্রবন্ধ লিখতো—কিন্তু কবিতা কি গবিতা এ দুটীর কোনটীই কেউ তাকে লিখতে দেখেনি। কিন্তু সম্প্রতি সে নাকি গভীর রাত্রে ঘুম থেকে উঠে লাইট জ্বালিয়ে ফাউণ্টেন পেন নিয়ে প্যাডের উপর চমৎকার চমৎকার কবিতা লিখতো, তার মধ্যে কোথাও কাটকুট থাকতোনা। কিন্তু কোন লোকের ডাকাডাকি কাণে যাওয়া মাত্রই তার লেখা বন্ধ হ'য়ে যেত এবং কোনদিকে দৃষ্টিপাত না করে সে নিঃসাড়ে গিয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে ঘুমে অচেতন হ'য়ে পড়তো। পরদিন এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা বাদ কর্ল্লে সে কিছুই মনে কর্ত্তে না পেরে বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতো! প্রথম প্রথম ত চিকিৎসক এসে সবনাম-বুলিজমের চিকিৎসা আরম্ভ করলেন কিন্তু ফল কিছুই হ'লো না। এদিকে রাত্রে উঠে কবিতা লেখা নিয়মিত চলতে লাগলো এবং দিনে কথাবার্ত্তা কমতে কমতে এসে একেবারে বন্ধ হ'য়ে গেল। ব্যাপার গুরুতর দেখে সেদিন রায় সাহেব আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। গিয়ে দেখি রোগীর ঘরে বেশ রীতিমত ভীড়। বিছানায় রোগী নির্ব্বাক ও ফ্যাল ফ্যাল নেত্রে শায়িত, অন্যদিকে হোমিওপ্যাথ, এলোপ্যাথ, কবিরাজ এবং হাকিম বেশ মুরুব্বীয়ানার সঙ্গে ওষুধের নাম আউড়ে যাচ্ছেন। হোমিও বলেছেন, "বেলেডোনা আটি, ইপিকাক ফিপটী, বেলেডোনা আটি, ইপিকাক ফিপটী" এ্যালোপ্যাথ বলছেন কুইনাইন ব্রোমাইড

মিকশ্চার কম্বাইণ্ড, কুইনাইন ব্রোমাইড মিকশ্চার কম্বাইণ্ড,” কবিরাজ বলছেন, “রসসিন্দু ছাগলাদ্য ঘিরতো একত্রে মাইর‍্যা, রসসিন্দু ছাগলাদ্য ঘিরতো একত্রে মাইর‍্যা” আর হাকিম বলছেন, “গরম শরবৎ ঠাণ্ডি পোলাও, গরম শরবৎ ঠাণ্ডি পোলাও।” কাণ্ড দেখে ত রায়সাহেব একদম থ' খেয়ে গিয়েছিলেন। আমি তাঁকে বল্লাম স্থিরোভব। বলে তঁকে আড়ালে টেনে নিয়ে গেলুম। তিনি বল্লেন, “কেমন করে স্থিরোভাব হই বলতে পারেন? কবিরাজ মশাইকে কল দিলুম ছেলের অসুখের জন্য আর কাগজে নাম বেরুবে বলে দেশনেতার বাড়ীতে অসুখের খবর পেয়ে অযাচিত ভাবে বিনা ভিজিটে চিকিৎসা কর্ত্তে এসেছেন ঐ তিনজন। কিছু বলতেও পাচ্ছিনা আর সহ্যেরও সীমা বোধ হয় শেষ স্তরে এসে পৌছেচে। বললাম সে যা হয় ব্যাবস্থা করছি, এখন আপনি একবার আমাকে সেইগুলো দেখানত? গিয়ে দেখলাম শ্রীমানের পড়ার ঘরে একখানি প্যাড টেবিলের উপর পড়ে আছে। আর প্রথম সাত পৃষ্ঠার প্রত্যেকটিতে দুলাইনের একটী করে কবিতা, বোধ হয় ঐ পর্য্যন্ত লিখবার পরই কোন শব্দ শুনে তার লেখা আপনা থেকেই বন্ধ হ'য়ে গেছে। কবিতা গুলি দেখলাম বেশ ভালই হয়েছে :তবে সবগুলিই তার প্রেমিকাকে উদ্দেশ করে লেখা।

'একটী নমুনা তুলে দেবার লোভ সামলাতে পারলাম না।

তোমারে বাসিয়া ভাল
হে মোর অপরিচিতা
হৃদয়ের মাঝে সদা জ্বলিছে বিরহ চিতা।
জ্যোৎস্না নিশীথে হেরিয়াছি তোমা
হে মোর হৃদয় রাণী
শুনেছি তোমার গোলাপী অধরে
মধুর মৌন বাণী।

৩। বাঁকা চাঁদ হতে চাঁদিমা ছানিয়া
লেপিব তোমার আননে
বিহগ হইয়া কাকলী শোনাবো
তোমারি কুঞ্জ কাননে!

৪। কুণ্ঠা তেয়াগি' খোল প্রিয়ে অবগুণ্ঠন
যৌবন তব নিঃশেষে করি লুণ্ঠন।
ইত্যাদি ইত্যাদি—

বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দেবার জন্য একটা বার্ম্মাই চুরুট ধরিয়ে সুখটান দিতেই চা এসে পড়লো। পালাক্রমে একটান ধূম ও এক চুমুক চা পান করতে করতে ভাবতে লাগলাম—"আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই কেহ অবনী পরে।" কাজেই এ বিপদ থেকে গড়গড়ি সাহেবকে উদ্ধার কর্ত্তেই হবে। প্রথমে ঐ চতুর্ভুজের হাত থেকে ছেলেটীকে উদ্ধার কর্ত্তে হবে, তারপর দেখি কি করা যায়। চা চুরুট নিঃশেষের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির দরজাটীও যেন হঠাৎ খুলে গেল। আমি উঠে রোগীর ঘরে গেলাম। চারজনের দিকে একবার বক্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে বল্লাম, "ডাক্তার বাবু স্কয়ার, কবিরাজ মশাই ও হেকিম সাহেব, আশা করিআপনারা চারজনেই কামনা করেন যে রোগী আরোগ্য লাভ করুক? এবং তাড়াতাড়ি?" সকলেই ঘাড নেড়ে সায় দিলেন। আমি আবার বল্লাম "হাঁ আপনারা সকলেই বুদ্ধিমান, কারণ এক শ্রেণীর চিকিৎসক ভিজিটের অন্তর্দ্ধানের আশঙ্কায় ডেঞ্জার পিরিয়ড কেটে যাওয়ার পর থেকে রোগীকে সুস্থ কর্ত্তে ইচ্ছে করেই বিলম্ব করে থাকেন। অবশ্য শুধু আপনারা নন, দেওয়ানী উকিলরাও এ বিষয়ে আপনাদের জুড়িদার কিন্তু আপনারা ত এখানে ভিজিটের আশায় আসেননি, এসেছেন রায় সাহেবের বিপদটাকে আপনাদেরই বিপদ মনে করে। তা না হলে

ক্যাপ্টেন সিন্‌হা এঁর বাড়ীতে
করা যাঁর নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতি
থেকে তিনি নাকি কর্পোরেশ
যে নাওয়া খাওয়ার সময়ও
দ্বিতীয় কথা, আপনাদের প্র
করি আপনারা সাধ্যমত সহ
জানালেন। আমি বল্লাম "
সে বিষয়ে আশা করি আপনা
সায় দিলেন। আমি বল্লাম,
নিয়ে একটী বোর্ড গঠন
থাকবেন এবং সে চেয়ারম্যা
বর্ত্তমানে আমাদের মতাবল
মধ্যে একজন হ'ল আবিষ্কর্ত্তা
কম্বাইণ্ড। সুতরাং বাকী
আমাদের চিরস্থায়ী সভাপ
সাহেবের পুত্রই রোগী, সু
চেয়ারম্যান।" দেখলাম
"ঠিক আছে তা হ'লে।
কেসটী নিয়ে ষ্টাডি, কনসা
হয় তা একমাস ধরে করুন—
চেয়ারম্যান অর্থাৎ আমার কা
বস্। আর বলতে হ'লনা।
এখানে প্রলাপ শুনতে আসি
হ'লে প্রলাপ শোনাতে এসেছে

আড্ডা দেওয়া ও স-জলযোগ চা পান
ছিল—ছেলেটীর অসুখের পরদিন
গ নিয়ে এত মত্ত হ'য়ে পড়েছেন
াচ্ছেন না। যাক সে কথা। হ্যাঁ
সহযোগীতা আমরা চাই—আশা
করবেন।" সবাই একসঙ্গে সম্মতি
থা, তারপর কেসটী যে খুব সিরিয়াস
নই একমত। সকলেই ঘাড় নেড়ে
লে আসুন, আপনাদের চারজনকে
ক, তার ওপর একজন চেয়ারম্যান
ক্রব্রাহিম" ধর্ম্মাবলম্বী হ'তে হবে।
থ্যা আবিষ্কর্ত্তাকে নিয়ে চার, তার
ীর ঠাকুর চাকর বাজার সরকার
তিনজন। কিন্তু আপাতঃ দৃষ্টিতে
। কোলকাতার বাইরে এবং রায়
াকী থাকছি আমি, কাজেই আমি
ন আপত্তি কল্লর্না। আমি বল্লাম,
, এখন আপনারা গবেষণা করুন
এ্যানালিসিস, ইত্যাদি যা যা দরকার
একটা রিপোর্ট সবাই সই করে সেটা
শ করুন। আমি সেটা গ্রাহ্য করলে—
ই একযোগে বলে উঠ্‌লো "আমরা
অম্লান বদনে উত্তর কল্লাম "ও তা
ধহয়! পর পর এক এক করে ঐ

বেলেডোনা থাটি, কুইনাইন ব্রোমাইড মিক্শ্চার, রস সিন্দুর ছাগলাস্ত ঘিরতে. একত্রে মাইর‍্যা আর ঠাণ্ডি পোলাও খেলে রুগী আর রোগ যে একেবারে ঢাকী শুদ্ধ বিসর্জ্জন হ'য়ে যাবে সে খেয়াল থাকলে কি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে এমনি ভাবে অবিশ্রান্ত প্রলাপ বকতে পার্ত্তেন ? স্থান কাল বিস্মৃত হ'যে হাকিম ও এ্যালোপ্যাথ আস্তিন গুটিয়ে চড়াও হবার উপক্রম. ঠিক সেই সময় কবিরাজ বল্লেন "তা হ'লে বাবা তুমিই না হয় ব্যবস্থা একটা কইর‍্যা দাও।" আমি মুখিয়েই ছিলাম, উত্তর কল্লাম, "তা বেশ আমি ওষুধ তৈরী করে দিতে পারি যদি এই জিনিষগুলি পাই।" সবাই জিজ্ঞাসা কর্ল্লেন 'কি জিনিষ ?' আমি বল্লাম "জোঁকের হাড় একখানি, ঢেকির রক্ত এক সের, আর এক পোয়া আন্দাজ পুরানো রোদ্দুরের গুঁড়ো।" হোমিওপ্যাথ বিদ্রূপের স্বরে বললেন, "তা প্রেসক্রিপশানখানা লিখবার আগে আপনাকে যে আমরা চাঁদা করে রাঁচী পাঠ'বো মনে কচ্ছি।" আমিও তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উত্তর কর্ল্লাম 'ও রাঁচীই পাঠান আর করাচীই পাঠান রা কাড়বোনা কিছুতেই—তবে রোগীর একটা ব্যবস্থা আগে না করে আমার ব্যবস্থা আগে করাটা কি যুক্তিসঙ্গত হবে ? এ্যালোপ্যাথ বলে উঠলেন, 'দেখুন, আমরা নাড়ী টিপে ভাত খাই—আপনি যে ঘুরিয়ে নাক দেখাতে চাইছেন সেটা বুঝতে মোটেই বেগ পেতে হয় না। চলুন আপনারা, আর বসে সময় নষ্ট করে লাভ নেই—তারপরই একযোগে সকলের প্রস্থান। সকলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে দরজা বন্ধ করে দিয়ে শ্রীমানকে নিয়ে পড়লাম। খানিকটা গৌরচন্দ্রিকা করে আসল জায়গায় ঘা দিলাম। বল্লাম, 'দেখ, চাণক্যশ্লোকেই লেখা আছে 'প্রাপ্তেতু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ।' প্রাপ্তেতু অর্থাৎ কিনা তুমি (বাগে) পাইলে মিত্র এবং ষোড়শ বর্ষীয় পুত্রের সহিত বদাচরেৎ—কিনা বদ আচরণ করিবে। সুতরাং তুমিও ব'য়ে গেছ ধারণা

করে রায় সাহেব স্থাবর অস্থাবর সব কিছুই আমাদের ধর্ম্ম প্রচারের জন্য দান করবেন ঠিক করেছেন—আর তোমার চিকিৎসার ভারটা আমার উপর ছেড়ে দিয়েছেন—রোজ চারবার করে বাকসের পাতার রস আমি নিজে তোমায় খাইয়ে যাব—আর আপাততঃ সাত দিন যে কোনরূপ পথ্য বন্ধ বুঝলে? তা হলে আমি এখন চল্‌লাম। বিকেলে আবার আসবো বলে একটা ভর্ত্তি গেলাস বাকসের পাতার রস জোর করে খাইয়ে দিলাম।

রোগ সারাতে আর বেশী দেরী কর্ত্তে হয়নি। বিকেলে রোগীর মুখেই রোগ ব্যক্ত হ'য়ে পড়লো। আমি কথা দিয়েছি তার নির্ব্বাচিত পাত্রীর সঙ্গে বিনা খরচে বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবো। আর এও প্রকাশ পেল যে স্বপ্নচরের ফন্দিটীর তালিম নেয় সে ঐ পাত্রীরই বড়দির কাছ থেকে—আর বড়দিরই কোন কবি বন্ধু বড়দির অনুরোধে ঐ দু চার লাইনের ছোট ছোট কবিতা রচনা করেন এবং শ্রীমান সেগুলি মুখস্থ করে রাখে ও তাক মাফিক কাজে লাগায়। যাক্‌ রায় সাহেবের ছেলের একদিনেই রোগমুক্তিতে এ্যালোপ্যাথ, হোমিওপ্যাথ, কবিরাজ ও হাকিমের পশার নষ্ট হ'তে বসেছে। তারা আমার শরণাপন্ন হওয়াতে আমি বলেছি যে সব ঠিক হ'য়ে যাবে যদি তাঁরা একই দিনে ক্রিশ্রাহিম ধর্ম্ম গ্রহণ ও 'দেশোদ্ধার ভিলায়' পদার্পণ পূর্ব্বক ভুরিভোজন করেন। শুভস্য শীঘ্রম অতএব আপনি আর কাল বিলম্ব না করে কলকা য় ফিরে আসুন। গুডনমাদা—

* * * * *

গ্রামের সখের থিয়েটার দলের অভিনয় হ'য়ে গেছে পর পর দুদিন। বই ছিল 'রণভেরী' ও 'দেবলা দেবী।' গ্রামেরই একটী ছেলে সাইকেলে করে 'রণভেরীর গানের একটী লাইন ভাঁজতে ভাঁজতে যাচ্ছে—

'নয়ন তারা বঁধু হারা বাধে না'ক' চুল"

হঠাৎ গান এবং সাইকেল দুই থামিয়ে একটী টিনের চোঙ মুখের সামনে ধরতেই জনৈক পথচারী বলে উঠলেন, 'আরে দ্বিজবর চেঙদার যে—তা টাইটেলের টেলটী মুখে কেন?' সে কথার জবাব না দিয়ে ছেলেটী হাঁকলো—

'এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে নিমন্ত্রণ করা যাইতেছে যে তাহারা যেন আজ অপরাহ্ন পাঁচ ঘটিকায় ত্রৈলক্য পাঠাগারের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে যোগদান করেন। অক্লান্ত কর্ম্মী ও জাতির একনিষ্ঠ সেবক স্বল্পতোষ বাবুর সভাপতিত্বে থিয়েটার ষ্টেজের উপর সভা হইবে—সময় ঠিক পাঁচটা।"

চিঠিখানা পড়ে ভেবেছিলাম সেইদিন রাত্রের ট্রেণেই কলকাতায় ফিরবো কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ'ল এঁদের থিয়েটার দেখলুম, সভাটাও না হয় একবার দেখে যাই কাল সকালের ট্রেণেই না হয় যাওয়া যাবে। হঠাৎ রান্না ঘরের দিক থেকে গানের রেশ ভেসে আসতে লাগলো। কৌতূহল চাপতে না পেরে ভেতর বাড়ীতে গিয়ে উঁকি মেরে দেখি গৃহিনীর থুতনিতে হাত দিয়ে তারই এক আইবুড়ো এবং অকাল পক্ক সই আগের রাত্রে শোনা দেবলা দেবীর গান মাঝে মাঝে বাদ দিয়ে গেয়ে যাচ্ছে, আর শ্রীমতী তা সহাস্য বদনে উপভোগ করছে—

"আমার বিবি, আমার বিবি, আমার বিবি।
বিবির রূপের চোটে
রোশনী ছোটে,
কোথায় লাগে পটের ছবি।
ও সে রাগলে পরে পয়জার ঝাড়ে
এমন বিবি কোথায় পাবি।

বিবির গুণের কথা করতে ব্যক্ত

হার মেনে যায় হাফেজ কবি।”

ধরা পড়ার এবং ফলে লজ্জা দেওয়া ও পাওয়ার ভয়ে পালিয়ে এলাম।

যাক্। নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিছু আগেই চুপচাপ এসে একপাশে ব'সে পড়লাম—বক্তৃতা মঞ্চের খুব কাছেই জায়গাটা পেয়েছিলাম। পাঁচটা বাজলো সভাপতির খোঁজ নেই—সম্পাদককে চিন্তিত এবং বিব্রত দেখা গেল। একটী ছেলে সাইকেলে করে ছুটলো সভাপতির বাড়ী মুখো। বহুলোক জমা হয়েছিল—কাজেই নানারূপ মুখরোচক কথা বার্ত্তার টুকরোও কাণে আসছিল। চাপা সুরে দু' একটা গানের কলিও গাওয়া হচ্ছিল। দেখলাম লাইব্রেরীতে সভাপতির বিরোধী একটা দলও আছে এবং দলে তারা নেহাৎ মন্দও নয়। আধ ঘণ্টার মধ্যেই সাইকেল আরোহী ফিরে এসে ফিস্ ফিস্ করে সম্পাদকের কাণে কি বল্ল, শুনে তিনিত' মাথায় হাত দিয়ে একেবারে বসে পড়লেন। “তাইত এখন উপায়” এমনি ভাব আর কি! কথাটা চাপতে চেষ্টা করলেও চাপা আর থাকলো না। ব্যাপারটা হ'চ্ছে ছেলেটী সভাপতির বাড়ী গিয়ে শুনলো যে তিনি দুটোর সময় বাড়ী থেকে বেরিয়ে ভগবতী ট্রেডিং কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডারদের মিটিংএ গেছেন সেখান থেকে সাড়ে চারটে নাগাৎ তাঁর ত্রৈলক্য পাঠাগারের মিটিংয়ে যোগ দেওয়ার কথা। ছেলেটী তখন ভগবতী ট্রেডিং কোম্পানী নামক মুদিখানা যুক্ত খদ্দরের দোকানে গিয়ে দেখে যে শেয়ার হোল্ডাররা তাঁকে এক রকম আটকে রেখে দিয়েছে—তিনি কখনও আমতা আমতা করে জবাব দিচ্ছেন, কখনও চটে উঠছেন—তিনি হচ্ছেন ঐ ট্রেডিং কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা, সম্পাদক ও ক্যাসিয়ার, তাঁরই এক নিকট আত্মীয় দোকানের সেলস্‌ম্যান এবং আর একটী ঘনিষ্ট আত্মীয় কলেক্‌টিং সরকার। ছেলেটী নিজকর্ণে

নাকি শুনে এসেছে জনৈক শেয়ার হোল্ডার নাম ভূপেন বাবু, স্বল্পতোষ বাবুকে লক্ষ্য করে বলছেন 'ইউ আর এ থিপ, ইউ আর এ থিপ' আর তিনি মুখ চূণ করে বসে আছেন।

কি করা যায়? তাই তো? সম্পাদক, কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সভ্যবৃন্দ যে ছেলেটী উদ্বোধন গীতি গাইবার জন্যে সাতদিন ধরে তালিম দিয়ে আসছে সবাই একেবারে মুসড়ে পড়লো। এমন সময় বোধহয় রগড় দেখবার জন্যেই হোক আর দশজনের সামনে তাকে অপদস্থ করবার জন্যেই হোক, বাঞ্ছতোষ বাবু মঞ্চের উপর উঠে বল্লেন, 'আমি প্রস্তাব করি শ্রীযুক্ত সানাইলাল নাথ আজকের এই সভায় সভাপতির আসন কলঙ্কিত করবেন।" হাততালি পড়লো বটে কিন্তু প্রস্তাবটী সমর্থন করতে কেউ উঠলোনা। তখন দেখা গেল একটী বছর তিরিশের যুবক মেঘবরণ চেহারা ধীরে ধীরে মঞ্চের উপর উঠলো এবং বল্লে, 'আপনারা সমর্থন করুন আর নাই করুন আমি সভাপতি হ'য়ে বসলাম' বলেই টেবিলের উপর রক্ষিত ফুলের মালা নিয়ে গলায় পরলো। তার পরই সে বক্তৃতা আরম্ভ কল্ল—

"আজকের সভায় যিনি আমার নাম প্রস্তাব করে আমাকে জনমণ্ডলীর কাছে অপদস্থ কর্ত্তে চেষ্টা কল্লেন তিনি আমার সম্বন্ধে গুরুজন হ'লেও তাঁর এ পরিহাসকে আমি বিদ্রূপ বলে গণ্য করে নিচ্ছি। ভদ্রমহোদয়গণ না বলে জনমণ্ডলী বল্লাম এই জন্যে যে উপস্থিত কোন লোকই এই বিদ্রূপের একটি প্রতিবাদ পর্য্যন্তও করলেন না, কাজেই ভদ্রলোক এখানে বর্ত্তমানে কেউ আছেন বলে মনে কর্ত্তে পাচ্ছি না। এই যে বাঞ্ছতোষ বাবু স্বল্পতোষ বাবুর পাবলিসিটি অফিসার তিনি আপনাদের লাইব্রেরীর সহকারী সভাপতি কিন্তু কোষাধ্যক্ষের উপর তাঁর কোন হাত আছে কি? কেন নেই? এটা কি কর্ত্তব্য কার্য্যে শৈথিল্য না কোন দুর্ব্বলতা? যাক্, একটা কথা আছে—

"ধনবানে কেনে বই জ্ঞানবানে পড়ে
আনাড়ীর ঘোড়া নিয়ে অপরেতে চড়ে !

তাই আপনাদের মধ্যে ধনবানেরা যে বই দান করেছেন বা আপনাদের দেওয়া চাঁদা ইত্যাদিতে যে সমস্ত বই কেনা হয়েছে সেগুলির শারীরিক দুরবস্থা সম্বন্ধে আপনারা অবহিত আছেন কি? তার কতগুলি অকর্ম্মণ্য হ'যে পড়ে আছে এবং সবগুলি আলমারীতে আছে কিনা সে কৈফিয়ৎ আপনাদের চাইবার সৎসাহস আছে কি? আনাড়ীদেব ঘোড়া নিয়ে সভাপতি মহাশয় যে এতদিন হর্সরেস দিচ্ছিলেন চাপা কাণাঘুষায় সেটাও জলের মত পরিষ্কার হ'য়ে গেল। কিছুদিন আগেও যিনি আবেদন জানিয়েছিলেন আপনাদের কাছে এই লাই-ব্রেরীকেই ধর্ম্ম, অর্থ, কামমোক্ষ বলে চিন্তা করে দেদার সাহায্য কর্ত্তে, আজ তিনি সাম্নে এসে আপনাদের প্রশ্নের জবাব দিন। এই পাঠাগার যে আজ পাঁঠাগারের পর্য্যায়ে নেমে এসেছে তার জন্যে দায়ী কে? সম্পাদক শিবনাথ বাবু বাধা দিযে বল্লেন, "বক্তাকে এসব পরচর্চ্চা কর্ত্তে কে অধিকার দিয়েছে—তিনি কি ষ্টেজে উঠে মনে করেছেন এটা থিয়েটারের রিহার্সাল রুম? তাঁকে আমি সম্পাদক হিসেবে—ব'সে পড়তে নির্দ্দেশ দিচ্ছি, নচেৎ—

"নির্দ্দেশটী আমায় না দিয়ে ঐ গাঁযে মানে না আপনি মোড়ল বন-গাঁয়ে শেয়াল রাজা বিশেষ বাসু বাবুকে দিলেই শোভন হয়—সভাপতির আসন কলঙ্কিত কর্ত্তে যিনি আমার নাম প্রস্তাব করেছেন।"

বাসুবাবু ক্ষিপ্তপ্রায় হ'য়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, "অশোভন আচরণ ও মানী লোকের গায়ে কে থুতু নিক্ষেপ কচ্ছে ভদ্রমহোদয়গণ তা একবার ভেবে দেখবেন কি? বক্তাব বিচারে আপনারা হলেন জনমণ্ডলী, আপনাদের মধ্যে একজন ভদ্রলোকও নেই! হ্যাঁরে সানাই, তোর অন্ন-

প্রাশনের নেমন্তন্ন খেয়েছি, সম্বন্ধে হই—এঁদের কথা না হয়
ছেড়েই দিলাম ! একটুও অপ্রস্তু য়ে সে উত্তর কল্ল—"আশ্চর্য্য
ব্যাপার কিছুই নয়, আজকাল অনে চার বছরের ছেলেমেয়ে বাবা
কিংবা দাদুর হাত ধরে নেমন্তন্ন য়, আপনিও হয়ত তেমনি
গিয়েছিলেন—তাতে বয়সের খুব বোঝায় না।"

এমন সময় নির্ব্বাচিত সভাপ তোষ বাবুকে অদূরে দেখা গেল
ও অনেক সভ্যসহ একসিকিউটিভ তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য
ছুটলো। তিনি এসে দেখলেন স ব আসন অধিকৃত বাসুবাবু
উঠে দাঁড়িয়ে বল্লেন, "এতক্ষণ মহাত্মা গান্ধীর ভাষায় যাকে
বলে নর্দ্দমা পরিদর্শকের রিপোর্ট শু এইবার কিছু জ্ঞান-বৃদ্ধ ব্যক্তির
কাছ থেকে শুনুন—আমি প্রস্তাব জকের সভায় শ্রীযুক্ত স্বল্পতোষ
সেন সভাপতির আসন অলঙ্কৃত "

সমর্থনকারীরও অভাব হলো ন্তু কোন আসন তিনি অলঙ্কৃত
কর্বেন। সে আসন বেহাত, তি জন লোক সানাইয়ের হাত ধরে
টানাটানি শুরু করে দিল কিন্তু কেবারে অনড় অচল। সভাপতি
বেগতিক অবস্থা দেখে বাসুবাবুর চাইতেই বাসুবাবু কাকে চুপি
চুপি বলেন, "আগে মালাটা দাও। কিন্তু কোথায় মালা?
সেটা সানাই তার গলার সঙ্গে ভ রে আছে। কোষাধ্যক্ষ ভূপতি
বাবু এবার বল্লেন, "আমি একসি কমিটির পক্ষ থেকে সানাইলাল
বাবুকে স্থান এবং সভা দুই ত্যা র্ত্ত অনুরোধ কচ্ছি।" সম্পাদকও
বল্লেন, আমি এই প্রস্তাব সমর্থন "

"অর্থাৎ আপনারা যে থুতু ত ফেলেছেন, সেই থুতু আবার
চেটে খাচ্ছেন। ভাল কথা সভা করে যাচ্ছি, কিন্তু যে ঝড় বইয়ে
দিলাম সে ঝড়ে আপনাদের রাজ বৃক্ষ উড়ে যাবে তা দেখে নেবেন।

ভাল কথা, কে কে আমার সঙ্গে সভা ত্যাগ কর্ত্তে চান দয়া করে হাত উঁচু করুন।”

খান দশেক হাত উঁচু হলো। সানাইলাল তখন একলাফে মঞ্চ থেকে নেমে গান ধরে দিল—

“ফিরে চলো, ফিরে চলো,
ফিরে চলো, আপন ঘরে”

হাত তোলার দলও কোরাসে আরম্ভ কর্‌লো—

“চাওয়া পাওয়ার হিসাব মিছে
আনন্দ আজ আনন্দরে—”

মাত্র ঐ দুটী লাইন গাইতে গাইতে তারা এগিয়ে চল্ল আমিও তাদের পশ্চাদনুসরণ করলাম। একটু নিরিবিলিতে এসে তাদের পাকড়াও করা গেল। পালের গোদাটীকে বললাম, “দেখুন আপনাদের মানে আপনার সঙ্গে একটু আলোচনা কর্ত্তে চাই সময় হবে কি?” উত্তর হ’ল আলোচনা কর্ব্বেন তাতে আর আপত্তি কি তা বেশ চলুন—ওহে তোমরা একটু এগোও। কিন্তু আপনি যে মিটিং ছেড়ে চলে এলেন বড়? আপনাকে যেন এখানেই কাদের বাড়ীতে দেখেছি মনে হ’চ্ছে।” আমি বল্‌লাম, চলুন একটা কোন রেস্তোরাঁ দেখে ঢোকা যাক, সব কথারই জবাব দিচ্ছি।”

ঘণ্টা খানেক রেস্তোরাঁতে, ঘণ্টা খানেক নদীর ধারে ও ঘণ্টা খানেক আমার শ্বশুরালয়ে বসে অনেক কথা হ’ল। বিশদ বিবরণ দিতে গেলে পুঁথি বেড়ে যাবে, তবে আপনারা জেনে রাখুন, বক্তৃতা মঞ্চে তার হাব ভাব, স্পষ্টবাদীতা, বক্তৃতার ও কোটেশান উদ্ধৃতির ক্ষমতা দেখে মনে মনে এঁচে রেখে ছিলাম, এই রত্নটীকে হাত করে একে দিয়ে পাবলিসিটি করাতে পার্‌লে আমার ধর্ম্মটীকে হু হু করে পপুলার করা যেতে পারে।

তাই প্রথমে ভুরি ভোজন, তারপর তার বক্তৃতার পয়েন্ট বাই পয়েন্ট উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। কলকাতায় যে টাকা রাস্তায় ছড়াছড়ি যাচ্ছে মাত্র কুড়িয়ে নেবার কৌশল জানা থাকলেই হ'ল, "ক্রিব্রাহিম" ধর্ম্মের উদ্দেশ্য সুযোগ, সুবিধা ইত্যাদি এবং সেই ধর্ম্ম গ্রহণ করার সঙ্গেই মাসিক এক শত টাকা বেতন ও ফ্রি ফুডিং লজিং ও হিসাব বিহীন টী-এতে পাবলিসিটি অফিসারের পদলাভ, লাইব্রেরীর সভাপতি, মহাসভাপতি কোষাধ্যক্ষ প্রভৃতি কর্ত্তৃক মানহানির মামলা দায়ের করার ষোল আনা সম্ভাবনা ইত্যাদি প্রাঞ্জল ভাষায় ওয়ান আফটার এ্যানাদার বুঝিয়ে দিতেই সানাইলাল সহাস্য মুখে প্রতিশ্রুতি পত্রে স্বাক্ষর ও এ্যাডভান্স পঞ্চাশ টাকা পকেটস্থ ক'রে বাড়ীর দিকে পা বাড়ালো। হেমচন্দ্রের সেই কবিতাটী কি জানি কেন মনে পড়ে গেল—

"বাজাও বিউগল সবে বাজাও বিউগল।
বিউগল না জোটে জোরে বাজাও বগল।"

—

উৰ্দ্ধরাগ

অর্থাৎ আমার চতুর্থ অভিযান।

কলকাতা ফিরে এসেছি। দীক্ষা গ্রহণের পর সানাইলাল নাথের নামকরণ হয়েছে জন মহম্মদ খাস্তগীর সেটা আপনাদের আগে ভাগেই জানিয়ে রেখেছি। কিছুদিন বাদে দেখা গেল আমার এই তৃতীয় আবিষ্কারটী বর্ণচোরা আম বিশেষ। মার্ত্তণ্ড পত্রিকায় এমন ঘৃতসই গোছের প্রবন্ধ ছাড়তে আরম্ভ করে দিল যে ঐ পত্রিকার লেখক, পাঠক এমন কি খোদ সম্পাদক পর্য্যন্ত আমার বৈঠকখানা অর্থাৎ "ক্রিব্রাহিম" ধর্ম্ম প্রচারণী সভার হেড অফিসে ঘন ঘন দর্শন দিতে আরম্ভ করলেন। তার রচিত দু'একটা প্রবন্ধের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করবার লোভ সম্বরণ কর্ত্তে পারলাম না।

নব্য চাকুরীয়াদের প্রতি কিঞ্চিৎ উপদেশ :—

১। কোথায় চাকুরী করেন পারৎপক্ষে গোপন রাখিবেন, বিশেষতঃ ঠিকানাটী কাহাকেও বলিবেন না।

২। কত মাহিনা পান, নিয়মিত পান কিনা কখনও কাহাকেও বলিবেন না। এক এক জনকে এক একরূপ বলিবেন।

৩। বন্ধুকে চা খাওয়াইবার নাম করিয়া দোকানে ঢুকিয়া পেট পুরিয়া চা এবং টা খাইয়া হঠাৎ পকেটে হাত দিয়া বলিবেন মানিব্যাগ বাড়ীতে আছে অথবা পকেট মারা গিয়াছে।

৪। লাইফ ইন্সিওর করিবার নাম করিয়া এক সঙ্গে অন্ততঃ পাঁচটী এজেণ্টকে নাচাইবেন। তাহাদের ঘাড় ভাঙ্গিয়া পালাক্রমে খাইবেন।

থিয়েটার বায়স্কোপ দেখিবেন ও সুযোগ মত কিঞ্চিৎ ধার লইবেন; পরে বলিবেন যে বড়বাবুর শালা অথবা ম্যানেজারের ভাগ্নে জোর করিয়া প্রোপোজালে সই করাইয়া লইয়াছে অথবা মোক্ষম মার দিবেন যে বংশের কারও কঠিন সংক্রামক ব্যাধি ছিল বা আছে।

৫। চাকুরীতে জবাব হইলে বলিবেন যে বেটার চান্স পাইয়া ছাড়িয়া দিয়াছি।

৬। পাওনাদার যখন বাড়ীতে থাকিবে না সন্ধান লইয়া তখনই তাহার বা তাহাদের বাড়ী গিয়া বলিবেন যে হিসাব মিটাইতে আসিয়াছি এবং পাওনাদাররা নির্দ্ধারিত দিনের একদিন পরে তাগাদায় আসিলে বলিবেন যে সময় মত আসিলে না কেন, খরচ হইয়া গিয়াছে।

৭। নিজের পুকুরে জালে ধরা বলিযা ইলিশ মাছ বর্ষাকালে ও নিজের বাগানের গাছ থেকে পাড়া বলিয়া কমলা লেবু শীতকালে বড়বাবুকে উপঢৌকন দিবেন। ঐ একই ধাপ্পায় হাঁসের ডিমও চালাইবার চেষ্টা করিবেন।

তরুণ কবি ও সাহিত্যিকদের প্রতি—

১। সহকারী সম্পাদকদের নামে রচনা পাঠাইবেন। খামের মধ্যে যেন একখানি অন্ততঃ পাঁচটাকার নোট থাকে।

২। মিল করিয়া অর্থহীন কবিতা লিখিবেন, যেন বেশ কিছু গুরু গম্ভীর শব্দ থাকে। যথা:—

আবর্ত্তিল মহাঝঞ্ঝা প্রলয় পাথারে।
ঘূর্ণ্যমান সরীসৃপ কাতারে কাতারে।
সম্পদের মানদণ্ড ব্যর্থতার গ্লানি।
অচঞ্চল ব্যোমযান দিল হাতছানি

অথবা একটুখানি আধুনিক ভাষায় লিখিবেন—

উড়ে যায় দখিণার বাতাসে
বিরহিত বিটপীর পাতা সে,
নিয়ে যায় সাথে তার
সাধা এ বীণার তার।
কোন দূর গগনের কোনে হায়
দাবানল জ্বলে উঠে মোনে হায়।

অর্থ খুঁজিতে গিয়া সম্পাদক মণ্ডলীর দাঁত কপাটী লাগিবার উপক্রম হইলেই "দূত্তোর ছাই" বলিয়া ফস করিয়া ছাপিতে দিবেন এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন।

৩। গল্পের মধ্যে ও প্রবন্ধের মধ্যে প্রথমেই এই বলিয়া আরম্ভ করিবেন। যেমন—

(ক) অসীম সসীমের পানে তাকাইয়া হিমসিম খাইতেছে।

(খ) খেয়াল গাইবার নাম করিয়া খামখেয়ালী সঙ্গীত গাহিয়া শেয়ালের মত তাড়া খাইতে খাইতে তাহাকে দেয়াল টপকাইয়া পালাইতে হইল।

(গ) নিস্তরঙ্গ অন্ধকাবে অন্তরঙ্গ আত্মা থাকিয়া থাকিয়া জলতরঙ্গ বাজাইতে লাগিল।

কলিকাতার পথচারীদের প্রতি (এটী কবিতা)

"রাস্তায় ফুটপাত দহে তব তরে।
সেথা আছে সুসজ্জিত পণ্য থরে থরে।
গিয়াছ ছাড়িয়া তুমি আসিয়াছ পথে।
সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত হবে ভালোমতে।
কলা ও আমের খোসা ওৎ পেতে আছে।

পপাত ধরণী তলে হবে গেলে কাছে।
নিজের অজ্ঞাত সারে হবে কিছু ত্যাগ ;
দেখে নিও পকেটেতে নাহি মানি ব্যাগ।
এ ফুট হইতে যদি যাও ঐ ফুটে
রেহাই পাবেনা বন্ধু ওখানেও উঠে।
রাস্তার মাঝে তোমা করিবেক তাড়া—
লরী, ট্রাম, প্রাইভেট কার, বাস ছাড়া
ছ্যাকরা, সাইকেল, রিক্সা, ধর্ম্মের যণ্ড—
মুহূর্ত্তের মাঝে করে দেবে লণ্ড ভণ্ড।
অতএব হাঁটাপথে হয়োনা বাহির
নিজের ফুলিশনেস্ করিতে জাহির।
তাই বন্ধু সসম্মানে করিয়া সেলাম
এই উপদেশ কাণে ঢালিয়া গেলাম।"

আর তা ছাড়া অম্লান বদনে বলছি যে আমার চতুর্থ শিষ্যটীকে লাভ করেছি তৃতীয়টীরই কৃপায় যেমন দ্বিতীয়টীকে লাভ করেছিলাম প্রথমটীরই সৌজন্যে। কিন্তু তাই বলে এটীকে **'আমার চতুর্থ অভিযান'** বলতে ছাড়বে' কেন? তাই এবার সেই কাহিনীই বিবৃত করছি।

বিকেল বেলার দিকে কোন কাজ ছিল না—তাই অন্যমনস্কভাবে ঘুরতে ঘুরতে কার্জ্জন পার্কে গিয়ে হাজির হলাম। দেখলাম বহুলোক বেড়াতে এসেছেন—কেউ শোয়া, কেউ হাফ শোয়া, কেউ বসা, কেউ কেউ নিল ডাউন, কেউ বেড়াচ্ছেন, কেউ দাঁড়িয়ে আছেন হাঁ করে, কেউ বই পড়ছেন, কেউ খবরের কাগজ দেখছেন, কেউ বা আর কিছু দেখছেন। গুরুপে যারা বেড়াচ্ছেন তাদের মধ্যে অনেকে 'গুল ঝাড়ছেন কেউ বা রাজা উজির মারছেন। হরেক রকমের মানুষ দেখা গেল—

ইস্কুলের ছেলে থেকে কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, সত্যবাক জিতেন্দ্রিয় থেকে গাঁটকাটা গুণ্ডা, ব্রতচারিণী ব্রহ্মচারিণী থেকে বরাঙ্গনা, বারাঙ্গনা কিছুই বাদ নেই। মোট কথা ইচ্ছে করলে ঐ কার্জ্জন পার্কের সান্ধ্য-ভ্রমণ নিয়েই একখানা বই লেখা চলে।

দেখি একখানা বেঞ্চে একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক নিদ্রিত আর তার কাণের কাছে মুখ নিয়ে গোটা দুই চ্যাংড়া ছোকরা বিকট রবে গান ধরেছে—

"ও ভাই কুম্ভকর্ণ, জাগো জাগোরে—

রামের সঙ্গে যুদ্ধ করতে, কোমর বেঁধে লাগোরে—"

ভদ্রলোক ধড়মড়িয়ে উঠে বসতেই ছোঁড়া দুটো "থ্যাঙ্ক ইউ স্যর" বলে অম্লান বদনে সেই বেঞ্চটায় বসে পড়ে হিঃ হিঃ করে হাসতে লাগলো। "যত্তো সব ডেঁপো ছোকরা" বলে ভদ্রলোক একটু বিরক্তি প্রকাশ কর্ত্তেই তার মধ্যে একজন সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে আঙ্গুল দিয়ে বেঞ্চি বাজাতে বাজাতে বাউল ধরে দিল —

"ও বৃন্দে দূতি লো,

তোর কালার নাকি আসাম যাইয়া

কালাজ্বর অইয়াছে

তাই না শুইন্যা ছিদাম সুদাম.

উইদাউট টিকিটে যাচ্ছিলো আসাম,

ও রাস্তার মাঝে কুরুম্যান ধইর‍্যা

ডবোল চারজো কইরাছে

আসাম যাইয়া কালাজ্বর অইয়াছে।"

ভদ্রলোক বিরক্তভাবে চলে গেলেন। আমিও অন্যদিকে পা বাড়ালাম। দেখলাম একটা বেঞ্চি অধিকার করে তিনটী যুবক—বেঞ্চিটার

পিছনেই কতকগুলি নাম না জানা বিলাতী গাছের সারি। তাদের চেহারা দেখলে মনে হয় শিক্ষিত এবং পোষাকে মনে হয ভদ্র কিন্তু দৃষ্টি তাদের দেখলাম বক্র এবং ইতর আর ভঙ্গী অভদ্র এবং নিম্ন-স্তরের—এক কথায় যাকে বলে আর কি শিক্ষিত শয়তান। একটা গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে আরম্ভ করলাম।

তিনটী বেণী দোলানো কলেজ পালানো মেযে হেলে দুলে তাদের সামনে দিয়ে যেতেই এক জন গান ধরলো—

"আহা উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী,
কিশোরী করেছি সার—
(আমার) কিশোরী ভজন কিশোরী পূজন
কিশোরী গলার হার"

কি আশ্চর্য্য! মেয়ে তিনটীই পেছন দিকে ফিরে একটু ফিক করে হেসে আগিয়ে গেল। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় লক্ষ্য ক'রে দেখলাম যে কোন পুরুষ, বৃদ্ধা, নাবালিকা এমন কি ইউরোপীয় বা এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান তরুণীও তাদের লক্ষ্য বস্তু নয়— সঙ্গীবিহীন, এমন কি "কে বিদেশী মন উদাসী" বা "সখি আমায় ধরো ধরো" মার্কা সঙ্গী সঙ্গে থাকলেও কোন তরুণী এই নির্লজ্জ টিটকিরী থেকে অব্যাহতি পাচ্ছেন না। মনে মনে বাংলার সি, আই, ডি (See eye Dee) বিভাগকে তারিফ না করে পারলাম না। অজ্ঞাত পল্লীর কোন অভ্যন্তরে মকরধ্বজ ও শাঁখা বিক্রেতা তাদের কারা অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর্চ্ছেন কোন গণ্ডগ্রামের ততোধিক গণ্ড ইউ, পি, স্কুলে জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর "একবার চোখ খুলে দেখ, বোঝ" চার্টখানি মাষ্টার মশাই বোঝাচ্ছেন, কার অন্দর মহলে শোবার ঘরে বিপ্লবী যতীন দাস বা ভগৎ সিংয়ের ফটো ঝুলছে সেটা সি (see) কর্ত্তে পুলিশের আইয়ের (eye)

অভাব হয় না, যত অভাব এইসব ক্ষেত্রে। আর এক জোড়া তরুণ তরুণী হাত ধরাধরি করে এগিয়ে এলো—ছোকরা তিনটীর সামনা সামনি হ'তেই তারা গলা খঁ্যাকারি দিয়ে উঠলো, কিন্তু জোড়টী সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে এগিয়ে যেতেই থ্রি মাস্কেটিয়ার্সে'র এক মাস্কেটিয়ার আর দুটীর দিকে হাত মুখ নেড়ে পঙ্কজী সুরে সজোরে আরম্ভ করল—

"ও কেন গেল চলে,
কথাটী নাহি বলে!"—

কথায় বলে "দুষ্টের কখনো সুযোগের অভাব হয় না। একটু বাদেই দেখা গেল দুটী আপটুডেট ষ্টাইলে সজ্জিতা তরুণী দুজন কেয়ার-ফুলি কেয়ারলেস্ মেরুদণ্ডসার ওভার থাট্টির সঙ্গে কুমার সম্ভব আলোচনা কর্ত্তে কর্ত্তে এ দিকেই আসছেন—গলা খঁ্যাকারি শুনে একবার তারা পেছন ফিরে চাইলেন বটে, কিন্তু আবার যথারীতি এগিয়ে চললেন। ত্রিমূর্ত্তির দাগা মূর্ত্তিটীও সঙ্গে সঙ্গে গান ধরলেন

"বঁধু, চরণ ধরে বারণ করি,
টেনোনা আর চোখের টানে"

মহিলা দুটীর কথা ছেড়েই দিলাম, কিন্তু তাঁদের সঙ্গী বা রক্ষক দুটীও এর একটা কোন বিহিত করা প্রয়োজন মনে করলেন না। সুতরাং এ তরফের স্পর্দ্ধা বেড়েই গেল—ছোকরাটী আবার সুর ক'রে সুরু করল,

"বঁধু চরণ ধরে বারণ করি টেনোনা
আর চোখের টানে—"
বঁধু চরণ ধরে বারণ করি, টেনোনা—"

কি আশ্চর্য্য! 'টেনোনা' পর্য্যন্ত গিয়েই তার রসিকতা ও গান দুইই উপে গেল তার বদলে ছোকরাটী 'টেনোনা' 'টেনোনা' বলে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলো এবং বহু লোক সেদিকে ফিরে তাকাতেই দেখা গেল,

জন মহম্মদ খাস্তগীর তার দুটী কান দুহাতে ধরে বেহালার সুর বাঁধতে আরম্ভ করেছে। যে বেঞ্চিতে ওরা বসেছিল তার ঠিক পিছনেই ছিলো ঘনসন্নিবেশিত গাছের সারি কাজেই আমার শিষ্য ওরফে পাবলিসিটি অফিসারটী কখন এসে তাদের পেছনে দাঁড়িয়েছে, কখনই বা দু হাতে দুকান ধরে টানতে আরম্ভ করেছে, কেউ তা লক্ষ্য করিনি। কান দুটী ছেড়ে দিয়ে চকিতে সামনে এসে গায়ক প্রবরকে উদ্দেশ করে বল্ল, "স্কাউণ্ড্রেল, বিষ্ট্ ইন দি গার্ব অফ এ জেণ্ট্ল ম্যান, বাড়ীতে তোমার মা বোন নেই ?"

থ্রি মাস্কেটিয়াসে'র সেকেণ্ড মাস্কেটিয়ার তখন বিদ্রূপভরে উত্তর কল্ল—"না স্যর ! মা স্বর্গে গেছেন, আর বোন তার শ্বশুর বাড়ীতে, আমার থাকবার মধ্যে এখন স্ত্রী আর শালী।

দ্বিতীয়টীর মাথায় ছিল বাবরী চুল—বেশ যুৎসই করে সেটিকে করায়ত্ত করে খাস্তগীর অস্বাভাবিক রুক্ষ স্বরে বলে উঠলো, "তা হলে তোমার স্ত্রীর ঠিকানাটা বলে দাও, একখানা থান কাপড় পাঠিয়ে দিই। আজ তোমাদের তিনটেকেই কীচক বধ ক'রে ছাড়বো।"

ফাঁক তালে দুটো কখন সরে পড়েছে কেউ লক্ষ্য করিনি কিন্তু ধৃতকেশ শয়তানটীর ন যযৌ ন তস্থৌ বৎ অবস্থা আর কি। তবুও ওরই মধ্যে কোনমতে ঢোঁক গিলে বলে উঠ্লো—"You must think twice before molesting me. There is no harm to sing in a public place. You have to pay penalty for hurting a bonafide citizen. খাস্তাগীরের কণ্ঠস্বর একেবারে সপ্তমে গিয়ে ঠেকলো, "বটেরে বিলিতী উড়ে। তুমি ধমকে বাজীমাৎ করবে ভেবেছ ? বেশ পরিষ্কার বাংলায় রাধা নামের সাধা বাঁশী বাজাচ্ছিলে এর মধ্যে আবার ইংরেজী বুকনি সুরু করলে। ভুলেও

ভেবো না যাদু তোমায় পুলিশে দেবো। পুলিশে দিলে তোমার পক্ষেই স্থবিধে হয়। ঢলাঢলিটা যাতে পাঁচ কাণ থেকে দশকাণে না ওঠে সেই ভয়ে এঁরাও কোর্টে সাক্ষ্য দিতে যাবেন না। আর তুমিও হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসবে। আজ হিসেব নিকেশ এখানেই—যে দুটো পালিয়েছে Let them go—কিন্তু তার শোধ তুলবো তোমার উপর দিয়ে—ভেবে দেখি কীচক বধ করবো না জয়দ্রথ বধ করবো। কিন্তু শ্রাদ্ধ আর বেশীদূর গড়ালো না। হঠাৎ সেখানে আবির্ভাব হ'লো এমন এক ভদ্রলোকের যাকে দেখে সবাই পথ ছেড়ে দিলো এবং যার সাথে চোখোচোখি হতে শ্রীমানটীর অবস্থা "মা ধরণী দ্বিধা হও" গোছের হ'ল। ভদ্রলোকটী আর কেউ নন, কোলকাতার এক নামকরা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল এবং তাঁরই শ্রীমুখাৎ যা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস শোনা গেল তা এই :—

ছেলেটীর পিতা একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং হিন্দুকৃষ্টি সংরক্ষিণী সভার প্রেসিডেন্ট। ছেলেটী তাঁরই ছাত্র—ফোর্থ ইয়ারে পড়ে। ভালো কীর্ত্তন গায়—নিজে একজন কবি ইত্যাদি—।"

হঠাৎ ছেলেটী খাস্তাগীরের পায়ে হাত দিয়ে বলে উঠলো, "দয়া করে একটু আড়ালে চলুন, একটা কথা।"

সেই একটা কথা যে কি তা বুঝতে আমার একটুও দেরী হ'লনা। জনতাও হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থাকলোনা। দু একজন ছাড়া আস্তে আস্তে ভিড় পাতলা হ'য়ে গেল।

খাস্তগীর আর রামখোকাটী আলাপ আলোচনা শেষ করে দশ মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল। উভয়েই হাসতে হাসতে আমার সঙ্গে করমর্দ্দন কল্ল। তারপর তিনজনেই একটা ফিটনে করে একদম অফিসে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস. পাঠক পাঠিকাদের মধ্যে এমন মূর্খ কেউ নেই

যে তারপরের ঘটনা ভালো করে না বললেও বুঝতে পারবেন না। তবে ভক্তিতে নিশ্চয়ই নয় ভয়েতেই ইনি আমার শিষ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করলেন। দীক্ষা গ্রহণের পর তাঁর নামকরণ হ'য়েছে পিটারউদ্দৌলা টাকি।

এই সঙ্গে আর একটা সুসংবাদ শুনিয়ে রাখি যে ঐ এ্যালোপ্যাথ, হোমিওপ্যাথ, কবিরাজ ও হাকিম প্রমুখ মহাজন চতুষ্টয় আগামী সপ্তাহে আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ কর্ত্তে প্রতিশ্রুত হ'য়েছেন এবং সেদিনকার ভোজের বিরাট ব্যয় ডিকেন্সউদ্দীন গড়গড়ি মহাশয় সানন্দে বহন কর্ত্তে স্বীকৃত হয়েছেন।

অধোরাগ

আমার গায়ে স্যুট চড়লো কেমন করে কিছুতেই মনে আসছিল না আর হন হন করে হাঁটা পথে চলেছিলাম বা কোন সহরের মধ্য দিয়ে তাও বুঝতে পারছিলাম না। তবে সেটা যে বাংলা মুল্লুক নয় আর সময়টাও যে রাত্রিকাল তা বুঝতে বেগ পেতে হয়নি। তবে আমার গন্তব্যস্থান যে কোথায় তা ঠিক মনে আসছিলো না। পাশের এক বাড়ীর ক্লক ঘড়িতে একটা বাজলো, নিশ্চিত হবার জন্যে ভালো করে কান পেতে শুনলাম তিনবারই একটা বাজলো। হঠাৎ গলির ভেতর থেকে একজন টলায়মান ভদ্র গোছের লোক বেরিয়ে এসে "গুড নাইট" বলেই পাশ কাটিয়ে চলে গেল। কিছুদুর গিয়েই কিন্তু আবার এ্যাব্যাউট টার্ণে ফিরে এসে অসংলগ্ন ভাবে আমায় জিজ্ঞাসা করল, "আই মিন, তুমি গ্রাজুয়েট ভিখারী না সুন্দর বনের শিকারী।" উত্তর কর্লাম, "আমি কেউ নই, তুমি কে? "তুমি কেউ নও? তবে কি তুমি কেউ কেটা?" "হ্যাঁ ঠিক তাই, আমি কে তা পরে বলছি, আগে বল তুমি কে?"

"আমি? আমি হচ্ছি গৌরবে বহুবচন।"

"অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ আমি সজনী কান্তের গোপালদা, বঙ্গবাসীর পঞ্চানন্দ, অবতার সেনের হলধর খুড়ো এমনি আরো অনেকের অনেক কিছু। এইবারে বলতো চাঁদ তুমি কে?"

উত্তর কর্‌লাম, "আমি বেঙ্গলী।"

মাতালের নেশা যেন কর্পূরের মত কোথায় উপে গেল। 'রাম' 'রাম' বলতে বলতে ছুটে পালায় আর কি? লোকটার কাঁধ চেপে ধরে জিজ্ঞাসা কর্লাম "এর অর্থ কি মশাই?"

উত্তর হলো—"আমরা জানতাম বাঙ্গালী জাতটা মরে গেছে। অবশ্য বার্দ্ধক্যের জন্য জীবন্মৃত প্রফুল্লচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র আর রবীন্দ্রনাথের নাম বাদ দাও কারণ তাঁরা তোমার—যাকে বলে ধরা ছোঁয়ার বাইরে। তাই আমার সন্দেহ হচ্ছে যে তুমি নিশ্চয়ই মরে ভূত হ'য়ে এসেছ।"

"না, না, তা ঠিক নয়, বাঙ্গালী জাতটা মরে গেছে সত্যি তবে সেই ভস্মে জন্ম নিয়েছে আর একটা নতুন জাত—বেঙ্গলী। আমি সেই বেঙ্গলী—তুমি শুনতে ভুল ক'রেছো বন্ধু।"

"ও তা হ'লে তুমি বাঙ্গালী নও। যাক্ বাঁচা গেল।

তবে তোমার সঙ্গে ধীরে সুস্থে আলোচনা করা যাবে। চলো ঐ পার্কটায়।"

দুজনে গিয়ে অদূরস্থিত পার্কে একটা বেঞ্চি দখল করে বসা গেল। আশ্চর্য্য লাগলো, রাত্রি একটার সময়েও পার্কে আলো জ্বলছে ও লোক গিস্ গিস্ কচ্ছে। লোকটা বসে আমায় জিজ্ঞাসা করলো, "তোমার বেঙ্গলী জাতটার সংজ্ঞা কি?"

উত্তর করলাম, 'বেঙ্গলী, অর্থাৎ, Bengali--কিনা—

B—Betrayer—বিশ্বাসঘাতক।

E—Envious—ঈর্ষ্যাপরায়ণ।

N—Notorious—কুখ্যাত।

G—Gambler—জুয়াড়ী ওরফে অদৃষ্টবাদী।

A—Artificial—ঝুটা।

L—Liar—মিথ্যাবাদী।

I—Imitator—নকল নবীশ।

"বুঝলাম। তোমাদের জাতটা তা হ'লে কুলীন। এই ত? অর্থাৎ যার সব কিছুই কু-তে লীন। বেশ, বেশ। কিন্তু নবধা কুল লক্ষণং। তোমাদের সেই নয়টা গুণ আছে ত?"

"নিশ্চয়ই আছে। সে সব বিস্তৃতভাবে তোমায় বলে যাচ্ছি। ধীর ভাবে শ্রবণ কর।"

"তা ত শুনবোই। কিন্তু তার আগে জিজ্ঞাসা কচ্ছি তোমাদের দেশের নাম কি ? আগে ত জানতাম তোমাদের থুড়ি বাঙ্গালীদের দুটী দেশ ছিল। একটী বাংলা দেশ আর একটী বাঙ্গাল দেশ। কিন্তু তোমাদের মানে বেঙ্গলীদের দেশ কয়টী ?"

"মাত্র একটী, আর তার নাম হ'ল খিচুড়ীস্থান।"

"অর্থাৎ ?"

"অর্থাৎ এই ধর গিয়ে ভাগীরথীর—না না—excuse me এই River Ganges এর দুধারে কারখানা অঞ্চলে রয়েছে বিহারীস্থান, কোলকাতায়, দুত্তোর আবার সেই ভুল, ক্যালকাটার লালি বাই বৌ বাজার অঞ্চলে চীনাস্থান—

"কোথায় কি তা বলতে হবে না বন্ধু মাত্র বলে যাও কটী স্থান নিয়ে তোমাদের এই খিচুড়ীস্থানের সৃষ্টি হ'য়েছে।"

"বিহারীস্থান, চীনাস্থান, মদ্রস্থান, কলিঙ্গস্থান, গুর্জ্জরস্থান, শিখিস্থান, জাপানীস্থান, আমেরিকাস্থান, ইয়োরোপীয়স্থান ইত্যাদি নয়টী স্থান ত আছেই তা ছাড়া গোরস্থান, গোয়ালাস্থান, পাগলস্থান, ফাঁকিস্থান, ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শত নামের মত প্রায় অষ্টোত্তর শতস্থান মিলিয়ে এই খিচুড়িস্থানের সৃষ্টি।"

"উত্তম। নয়টী গুণের মধ্যে তোমাদের প্রথম এবং প্রধান গুণটী কি ?

"আমরা যা বলি তা কখনও করি না আর যা করি তা কি আগে কি পরে কাউকে বলি না।

"দ্বিতীয় গুণ কী ?"

"এক ট্রেনে বা একই যানে দলবদ্ধভাবে চলবার সময় যদি কোন

অবাঙ্গালী—থুড়ি দেখলেত আবার সেই ভুল—মানে ননবেঙ্গলী আমাদের কাউকে অপমান বা প্রহার করে আমরা তখন ইচ্ছে করেই মুখ ফিরিয়ে ইচ্ছাকৃত নির্ব্বিকার ভাব দেখাই এবং ঐ অপমানকারী বা প্রহারকারী চলে যাওয়ার পরই যে যার বীরত্ব দেখিয়ে আস্ফালন কর্ত্তে থাকি। পরে আবার ঐ ব্যাপারটীকে নিয়ে অন্যস্থানে অতিরঞ্জিত আলোচনা করে আত্মসুখ অনুভব করি।"

"তৃতীয় গুণ?"

"তৃতীয় গুণ সাম্য। প্রতি দেশের এবং অন্যান্য প্রদেশের লোককে দিয়ে আমাদের প্রদেশে ব্যাবসায় বাণিজ্য করাই আর নিজেরা দলে দলে গিয়ে তাদেরই দরজায় কেরাণীগিরির জন্যে "আই হ্যাভ দি অনার টু বি স্যর" বলে ভিড় জমাই।"

"তবে যে শুনেছি তোমরাও বিজিনেস্ করো।"

"নিশ্চয়ই করি, কিন্তু অতি সাবধানে। গায়ে ময়লা না লাগে, প্রেষ্টিজ নষ্ট না হয় এমনি ভাবে।

"যথা?"

"যথা ওরা করে চাল ডাল নূন তেল কাপড় লোহা লক্কড় এই সব নিয়ে কারবার—আর আমরা বেচি ষ্টোভ, ফাউণ্টেন, টর্চ্চ, ঘড়ি, গ্রামো-ফোন ইত্যাদি। দোকানে মালের নামে থাকে অষ্টরম্ভা অথচ বড় বড় "গ্রাজুয়েট ব্রাদার্স" "শিল্প নিকেতন" ইত্যাদি লেখা সাইন বোর্ড ঝোলানো চাই। কাপড় কাচাই উড়িয়া কি বেহারীকে দিয়ে অথচ সেগুলি সাজিয়ে রাখি আমাদের 'গ্রাজুয়েট লণ্ড্রীতে"। ভিন্ন দেশের লোক দিয়ে জুতো তৈরী করাই আর সেগুলো সাজিয়ে রাখি আমরা "শ্রীচরণ কমলে shoe'র গ্লাস কেসে। এমন কি এই দেশের চুরি, ডাকাতি, গুণ্ডামি, পকেটমারের সমাজেও আমাদের কলকে নেই।

নৌকোর মাঝি আর নর সুন্দর সেও ভিন্‌দেশের দেশোয়ালীরা।”

“দলে দলে যে কেরাণীরা চাকরীর জন্যে ভীড় জমায়, অত কেরাণী আমদানী হয় কোথেকে?”

“কেন? ‘ইউনিভার্সিটী’ বলে গালভরা নাম দিয়ে আমরা যে দুটি ‘কেরাণী ম্যানুফ্যাকচারিং কারখানা তৈরী করেছি।’

‘এতক্ষণে জলবৎ তরলং বুঝতে পার্লাম।’

এইবার চতুর্থ?’

‘চতুর্থ—না? আমরা সকলেই হচ্ছি IST আর আমাদের কর্ম্ম-সূচীর নাম হ’ল ISM.’

‘ভালো করে বুঝিয়ে বলো।’

‘ভালো করে? আচ্ছা শোনো। Ist কিনা—

I—অর্থাৎ Insincere কিনা অসাধু।

S—অর্থাৎ Sceptic কিনা বিস্বাক্ত।

T—অর্থাৎ Tolerable কিনা সহনীয়।

আর Ism মানে হ’চ্ছে,

I—অর্থাৎ Insolvent কিনা দেউলিয়া।

S—অর্থাৎ senseless কিনা নির্ব্বোধ—দুর্ব্বোধও বলতে পার।

M—অর্থাৎ Meaningless কিনা অর্থহীন।

“বুঝতে ছ’গ্লাস জল খেতে হবে—আচ্ছা তাও না হয় কোন মতে চালিয়ে নেওয়া যাবে। তারপর পঞ্চম?” ‘পঞ্চম মানে আমরা মনে মুখে কখনও এক নই। যাকে বলে একেবারে সবাই দি ম্যান ইন ব্ল্যাক আর কি? আসবপানে মত্ত হয়ে ‘মাদক দ্রব্যের অপকারীতা’ নিয়ে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখি. নিজেদের সাজসজ্জার চাকচিক্য দেখাতে শোক সভায় বা বিশ্ববিখ্যাত মনীষির শবযাত্রায় অংশ গ্রহণ করি।

দুরকম জামা কাপড় রাখি একটা পার্টি বা অফিস ড্রেস আর একটা হ'ল মিটিংকা কাপড়া—শেষেরটা আসল খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবী ও চাদর আগেরটা র‍্যাঙ্কিনের স্যুটও হ'তে পারে আবার আদ্দির পাঞ্জাবীও হতে পারে। মোট কথা পাশ্চাত্য প্রবচন 'Do what I say and not what I do' আমারা নিষ্ঠাভরেই পালন করি।'

"তারপর ষষ্ঠ ?"

'ষষ্ঠ। আমরা নিজের ভাষায় পুরোপুরি কথা বলিনা। ইংরেজীর ভেজাল থাকা চাইই। আর রেগে গেলে বা কাউকে গালাগালি দিতে সে নিজের ছেলে মেয়েই হোক আর ভাই বোন ত কথাই নেই—মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে ইংরেজী নয়ত হিন্দি, অথবা দুইই। আর এক কথা তোমার সঙ্গে কথা বলছি নিজের ভাষায় কিন্তু চিঠি লিখতে হলে লিখবো ইংরেজী। কাঁঠাল পাড়ার বঙ্কিমচন্দ্র আশঙ্কা বা আশা করেছিলেন যে অদূর ভবিষ্যতে হয়ত দুর্গা পূজার ফর্দ্দ লেখা হবে ইংরেজীতে, তাঁর সে আশা যে দুরাশা ছিলনা অনেক সার্ব্বজনীন পূজার অফিস সার্চ্চ করলে সে প্রমাণ পাওয়া যাবে। বাড়ীর মেয়ে মদ্দ সবাই এক সঙ্গে চেয়ারে বসে টেবিলে রাখা সজনে ডাঁটার চচ্চড়ি, লাউয়ের ঘন্ট, ঝিঙে পোস্ত, আর ভাত পরমানন্দে ভোজন করায় অভ্যস্ত হয়ে আমরা উঠেছি। আমার ত মনে হয় বিলিতি ষ্টাইলে শীগগিরই আমরা বিলেতকেও হার মানাবো।"

'বুঝলাম, তোমাদের প্রগতির দৌড় দেখে ভবিষ্যত আর পিছনে ফিরে তাকাতে ভরসা পাবে না। সে ভবিষ্যতেই চিরকাল থেকে যাবে।"

'তারপর সপ্তম ?'

"সপ্তম হচ্ছে অভাব স্বীকৃতির অভাব। আজ যদি আমাদের কেউ জিজ্ঞেস করে 'তোমাদের কিসের অভাব'—আমরা তোতাপাখীর শেখান বুলির মত উত্তর কর্ব্বো, 'এক অন্ন আর বস্ত্র ছাড়া আর কিছুরই নেই।'

কিন্তু সত্যি জিনিষটাকে স্বীকার করবার বা প্রকাশ করবার সাহসের আমাদের দস্তুরমত অভাব। 'মাত্র অন্ন আর বস্ত্রের অভাব বলা আর মনকে চোখ ঠারা ও একই জিনিষ। অথচ অভাব আমাদের কিসের নয়? অন্নবস্ত্রের অভাবের মূলে কিসের অভাব সে কথা চিন্তা করার শক্তিরও আমাদের অভাব, অভাব আমাদের সামর্থ্যের—'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন' বলে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবার অভাব। অভাব বিশ্বাসের—ধার্ম্মিকের কর্ম্মীর, সঙ্ঘের—নানাবিধ অভাবের চাপে নিয়ত পিষ্ট আমাদের অস্তিত্ব আর কতদিন টিকতে পারে তা ভাববার মত দূরদৃষ্টিরও আমাদের অভাব। মোটকথা আমরা বর্ত্তমানে অফ দি অভাব, বাই দি অভাব, ফর দি অভাব।'

'তা হলে সপ্তম গুণ হচ্ছে অভাব, কি বল? আচ্ছা, অষ্টম?'

'অষ্টম হচ্ছে মানীর অপমান। খামাকা বিখ্যাত লোকেদের গায়ে কাদা ছুঁড়ে মারি—তাতে বিখ্যাত ব্যক্তি অবশ্য বিখ্যাতই থেকে যান মাঝখান থেকে আমরা নিজেরা একটু নাম কিনে নিই। মধ্যে মধ্যে আবার অতি বিখ্যাত ব্যক্তির সম্বর্দ্ধনা বা জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করি মূলে কিন্তু মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে আত্মপ্রচার। পারিজাত সেনের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন পুস্তিকায় বড় বড় অক্ষরে নাম ছাপানো থাকে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির দেড় পৃষ্ঠা ধরে তাঁরই বক্তব্য, কিন্তু সেন মহাশয়ের নাম বা তাঁর বাণী খুঁজে বের করতে হলে হয় চোখে দূরবীণ লাগাতে হবে আর না হয় পুস্তিকাটীকে সেনসর অফিসে পাঠাতে হবে।'

'এইবার নবম?'

"হ্যাঁ, নবম বলে মধুরেণ সমাপয়েৎ করা যাক। নবম অর্থাৎ আমরা হচ্ছি 'শক্তের ভক্ত আর নরমের যম''। শক্তি অর্থে এখানে আর্থিক শক্তিই বোঝায় আর নরম অর্থে আর্থিক দুর্ব্বলতা। বুঝিয়ে—মানে

উদাহরণ দিয়ে বা contest এর সঙ্গে reference দিয়ে বলতে হবে ?’

‘না, ওতেই যথেষ্ট হবে ?’ তা হলে দুনিয়ায় তোমরা একখানি চীজ। তোমার সংসর্গে আর বেশীক্ষণ থাকলে কি জানি হয়ত নিজের নামই ভুলে গিয়ে ‘আমি হারিয়ে গেছি,’ ‘আমি হারিয়ে গেছি’ বলে চেঁচাতে সুরু কর্ব্ব। আচ্ছা, গুডনাইট’.—

বলে ভদ্রলোকটা কাঁধে একটী থাপ্পড় কসালেন। গুডনাইট বলে প্রতি উত্তর (অর্থাৎ কাউণ্টার থাপ্পড়) দিতে গিয়ে দেখি ভদ্রলোকটী অদৃশ্য, তাঁর বদলে দাঁড়িয়ে আছেন পুলিশের সাব ইন্‌সপেক্টর ওরফে আমার ভূতপূর্ব্ব সহপাঠী জোনাকী প্রসাদ পাকরাশী।

‘কিহে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কি আবোল তাবোল বক্‌ছিলে ? এত ডাকাডাকি তবু ঘুম আর ভাঙ্গে না। তাই শেষে থাপ্পড় কসিয়ে ঘুম ভাঙ্গাতে হ’ল।’ বিলক্ষণ! দেখলাম আমি কলেজ স্কোয়ারে একটী বেঞ্চিতে বসে বসে ঘুমুচ্ছিলাম এতক্ষণ। মাই গড্‌! তা হলে বেঙ্গলী, মাতাল, নবধা কুল লক্ষণং সব একদম ঝুটা হ্যায়। না—কবি ঠিকই বলেছেন ‘Life is but an empty dream অর্থাৎ—‘এ জীবন নিশার স্বপন!”

—শেষ—

ভ্রম সংশোধন (শুদ্ধি ও সংযুক্তি)

স্বীকৃতি—(খ) পৃষ্ঠা

২১। 'হাটে মাঠে কাটে'
(রবীন্দ্রনাথ—দুই বিঘে জমি।)

২২। 'মেরেছ কলসীর দেবোনা ?'
(প্রচলিত কীর্ত্তন)

২৩। 'রসময় রসিক ঘনশ্যাম হে।'
(শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তরশতনাম।)

২৪। 'কদম্বেরি গাছে হ'য়ো না বাম'
(প্রচলিত সঙ্গীত)

২৫। 'বিনা নন্দলালা
(তুলসীদাস)

(৶•) পৃষ্ঠা প্রথম লাইন—'কুমুদরঞ্জন মল্লিকের স্কুলে' স্থলে 'কুমুদরঞ্জন মল্লিকের নিকট মাথরুণ হাই স্কুলে' হইবে।

(৵•) পৃষ্ঠা প্রথম লাইন—'সচ্ছলতা' স্থলে 'সচ্ছলতা' হইবে।

ঐ ঐ —'অর্থবান' স্থলে 'বিত্তশালী' হইবে।

ঐ তৃতীয় লাইন—'অত্রাবস্থায়' স্থলে 'ছাত্রাবস্থায়' হইবে।

ঐ অষ্টম লাইন—'প্রচারনা' স্থলে 'প্রচারণা' হইবে।

২য় পৃষ্ঠা ঐ —'কেশ' স্থলে 'কেস্'হইবে।

৪র্থ পৃষ্ঠা ঐ —'তিমি' স্থলে 'তিনি' হইবে।

ঐ ঐ —'সাধ্' স্থলে 'সাধু' হইবে।

ঐ দশম লাইন—'আনএ্যাভয়েডে্বল' স্থলে 'আন-এ্যাভয়ডেবল' হইবে।

৫ম পৃষ্ঠা	২২তম লাইন—‘আমায় হাতছাড়া’ স্থলে ‘আমার হাতছাড়া’ হইবে।
৬ষ্ঠ পৃষ্ঠা	১৫শ লাইন—‘ভুলবেন না’ স্থলে ‘ভুললেন না’ হইবে।
১০ম পৃষ্ঠা	১ম লাইন ‘ধললাম’ স্থলে ‘বললাম’ হইবে।
১৩শ পৃষ্ঠা	১৯শ লাইন ‘শুযু’ স্থলে ‘শুধু’ হইবে।
১৪শ পৃষ্ঠা	১৮শ লাইন ‘বিত্যুত’ স্থলে ‘বিত্যুৎ’ হইবে।
১৫শ পৃষ্ঠা	২৪শ লাইন ‘বাল্যলীল’ স্থলে ‘বাল্যলীলা’ হইবে।
১৭শ পৃষ্ঠা	শেষ লাইন ‘প’ স্থলে ‘পা’ হইবে।
২০শ পৃষ্ঠা	১০ম লাইন ‘উপক্রমণিকার’ স্থলে ‘উপক্রমণিকায়’ হইবে।
ঐ	২০শ লাইন ‘মাঝে’ স্থলে ‘মাঝে মাঝে’ হইবে।
২১ পৃষ্ঠা	১৬শ লাইন ‘ছাপা হয়’ স্থলে ‘ছাপা হ’তো’ হইবে।
২২ পৃষ্ঠা	১৯শ লাইন ‘যস্তিষ্যতি’ স্থলে ‘যস্তিষ্ঠতি’হইবে।
২৫ পৃষ্ঠা	১ম লাইন ‘বিবাহযোগ্য’ স্থলে ‘বিবাহযোগ্যা’ হইবে।
ঐ	১৪শ লাইন ‘টাকা’ স্থলে ‘টাকার’ হইবে।
২৭ পৃষ্ঠা	৭ম লাইন ‘উৰ্দ্ধলোকে’ স্থলে ‘উৰ্দ্ধলোকে’ হইবে।
২৮ পৃষ্ঠা	১৫শ লাইন ‘হইতে চান’ স্থলে ‘হতে চান’ হইবে।
৩২ পৃষ্ঠা	১০ম লাইন ‘যাবাজী’ স্থলে ‘বাবাজী’ হইবে।
৩৩ পৃষ্ঠা	২১শ লাইন ‘বেষ্টা’ স্থলে ‘বেটা’ হইবে।
৩৪ পৃষ্ঠা	২য় লাইন ‘দোহাঁর’ স্থলে ‘দোহার’ হইবে।
ঐ	৬ষ্ঠ লাইন ‘ঠ্যাং’ স্থলে ‘ঠ্যাং’ হইবে।
৩৫ পৃষ্ঠা	২য় লাইন ‘শঙ্করাচার্যা’ স্থলে ‘শঙ্করাচার্য্য’ হইবে।
ঐ	১৬শ লাইন ‘আমাদের সার’ স্থলে ‘আমাদের সব’ হইবে
৩৭ পৃষ্ঠা	১ম লাইন ‘অদ্ভত’ স্থলে ‘অদ্ভূত’ হইবে।
ঐ	২৩শ লাইন ‘বেলেডোনা আটি’ স্থলে ‘বেলেডোনা থাট্টি’ হইবে।
ঐ	ঐ ‘বেলেডোনা আট্টি’ স্থলে ‘বেলেডোনা থাট্টি’ হইবে।

———

শরৎচন্দ্রের "পথের দাবী'র যশস্বী পরিচালক শ্রীযুক্ত সতীশ দাশগুপ্ত বলেছেন—

"—নিশিকান্ত বাবুর বক্তব্যের বাহন, অর্থাৎ ভাষা, অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ। নতুন লেখকের পক্ষে এই সাফল্য যে কতখানি উল্লেখযোগ্য তা আমরা সকলেই অনুভব করতে পারি। আর শুধু যে দীপ্তি আছে এ ভাষার তাই নয়, ধারও আছে। মনে করা যেতে পারে, যদি অনুশীলনে বিরত না হন, নিশিকান্ত বাবু বাংলা ভাষায় লেখক হিসাবে স্থান করে নিতে পারবেন। উপরন্তু লেখক হবার উপযোগী একজোড়া চোখও তাঁর আছে। আমাদের সমাজ জীবনে অসাধুতার বিষ যে কতদূর পর্য্যন্ত শিকড় গেড়েছে এ বইয়ের প্রত্যেকটী চরিত্রই তার সাক্ষ্য দেবে।